মহাতৃষ্ণা কাব্য।

"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।"

হেমচন্দ্র——

কলিকাতা

শ্রাবণ

সম্বৎ ১৯৪২।

হাওড়া ভিক্‌টোরিয়া প্রেশ নং ৬, বংসাল ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

১৮৮৫।

ভুমিকা

আজ আমি অকুল পাথারে ভাসমান,—আজ আমি চতুর্দ্দশবর্ষীয় সামান্য ক্ষীণচেত বালক হইয়া, দুস্তার কবিতাম্বুধি মথনে উদ্যত, এই কি আমার কাজ? কখনই নয়,—আমার এ অলীক আশা,—এ প্রযত্ন, কখনই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, সমস্তই আকাশ কুসুম। কিন্তু কি করি, হৃদয় উচ্ছ্বাস পূর্ণ; এ বিষম উচ্ছ্বাস অদমনীয়। পাঠক, আজ উন্মত্ত বালক আপনার করে তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তক অর্পন করিতেছে, স্নেহ নেত্রে দৃক পাত করুন। নিরাশা-সমীর-তাপিত আশালতায় কৃপা-নীর দান করুন।

বিনয়াবনত—

গ্রন্থকার—

দ্রষ্টব্য

যখন এক সময় প্রায় সমস্ত ভারত মুসলমানদিগের অধীন হয়, সেই সময়ের ভাব অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত হইল; আধুনিক সময়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রব মাত্র নাই।

প্র

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ ভক্তিভাজন মান্যশ্রেষ্ট
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ খাঁ
পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণাম্বুজেষু।

পিতঃ,

আজ আপনার অবোধ সন্তান বিভ্রান্ত চিত্তে ভবদীয় চরণ কমলে, সামান্য উপহার উৎসর্গ করিতেছে, পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করতঃ প্রসন্ন চিত্তে গ্রহন করুন। ইতি

চিরস্নেহাভিলাষী
সেবক
শ্রী———————

রামকৃষ্ণপুর হাওড়া।
শ্রাবণ সম্বৎ ১৯৪২।

মহাতৃষ্ণা কাব্য।

প্রথম সর্গ।

গভীরা রজনী। ভীষণ তমসে ঢাকা
ধরণী হৃদয়; প্রকৃতি কামিনী যেন
গ্রাশিতে মেদিনী, তমময় বাস পরি
ভীষণ মূরতী ধরি, ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে
করাল বদন করিয়ে বিস্তৃত সুখে
আছয়ে দাঁড়ায়ে,—বদনে ক্ষরিছে ঘন
শোণিতের ধার। যে দিকে নয়নযুগ
হতেছে পতন, সুধুই আঁধার, ঘোর
ভীতিপ্রদ। সে আঁধার ভেদি ভীমকায়
শৃঙ্গধর, নামেতে কৈলাশ, ছুঁতে যেন
অনন্ত অম্বরে, আছয়ে দাঁড়ায়ে হায়
গরবের ভরে, উচ্চ করি শিরোদেশ।
শৃঙ্গধর পদতলে, জাগিছে নিবিড় বন
তমজালে ঢাকা; নীরব নিথর সব।
অনন্ত বিটপী শ্রেণী রয়েছে দাঁড়ায়ে
পল্লব বল্লরীসহ নিশ্চল হইয়ে;

ঘুমাইছে ফুল কুল গভীর নিদ্রায়
মুদিয়ে নয়ন ; অভাগী কুমুদী সুধু
না হেরে শশাঙ্ক, খুলিয়ে নয়ন হায় !
চাহি আছে এক মনে গগনেরি পানে,
লজ্জাভয় নিদ্রা ভুলি পাগল অন্তরে
সরসী পুলিনে,—শোকানলে দহে হৃদি।
খদ্যোতের পাঁতি শোভিছে বিটপী'পরে
ধরি মনোহর শোভা,—চমকে সুন্দর ;
বিতরিয়ে ক্ষীণভাতি কেহবা উঠিছে
অম্বরের পানে, বিরাম লভিছে কেহ
তরু শিরোপরে, নিশীথে লুটিতে মধু,
নিদ্রাতুর ফুলদল পানে, কেহ ধায়
চোর মধুকর বেশে, নিঃশব্দে নীরবে,
সরসী পুলিনে কেহ, হেরিতে বয়ান
নিজ, গরবের ভরে, তেয়াগিয়ে নিজ
সহচর দলে। নীরব নিথর সব ;
সুধু ক্ষণে ক্ষণে মলয় সমীর বয়
মধুর স্বননে, চুম্বি সুখে ফুল কুল,
সুচারু বদন শোভা নয়নে নেহারি।
অদূরে অস্ফুট স্বরে ঝর ঝর ক'রে
ঝরিছে নির্ঝরবারি, হায় ! অবিরত
কল কল নাদে, কাঁদিয়ে কাঁদিয় সুধু

অবিরাম গতি-বলে, স্রোতস্বতীরূপে
চলে যায় বারি রাশি কে জানে কোথায়,
অনন্তের তরে ; নাহি আসে ফিরে পুন।
তটিনীর তটে বসি কাঁদিছে চকোর,
বিধুর বিরহে বিধূর অন্তরে মরি !
নাইকো চন্দ্রমা, নাহি সে মধুর ছটা ;
চকোরের হৃদে উথলিছে শোকধার,
চেয়ে আছে শূন্য প্রাণে সুধু শূন্য পানে,
যেতেছে বহিয়ে অবিরত ধারে হায় !
আঁখিবারি, স্রোতস্বতীবারি রাশি সহ
মিশিয়ে মিশিয়ে ! হেরিল চকোর হায়,
দূর নভতলে, অনন্ত তারকা রাজি
মধুর মধুর হাসে না হেরে চন্দ্রমা,
(প্রিয়জনতার) উপহাসি তারে যেন।
তাহেরি নমিল শির নিমিল নয়ন
বিধূর চকোর ; ক্ষণ পরে পুনঃ হায়,
খুলিল নয়ন দ্বার, আবার হেরিল,
হসিত তারকাদল তটিনী সলিলে,
আবার বাড়িল বিষম অন্তর জ্বালা,
খসিয়ে পড়িল পুনঃ নয়ন সলিল
স্রোতস্বতী নীরে, কাঁদিতে কাঁদিতে গেল
চকোর চলিয়ে ; তাহেরি পেচক যেন

উপহাসি তারে, ধ্বনিল কর্কশ স্বরে
গহন কাননে ; ঝিল্লিদল তার সনে
মিলাইয়ে তান ডাকিয়ে উঠিল হায় !
পুরিল গহন সুধু ঝিল্লিদল রবে,
যেনরে প্রকৃতি মোহিতে মহীরে, করে
ধরি, সপ্তস্বরা ঝঙ্কারিল তান লয়ে।
গহন কানন মাঝে জাগিছে শার্দ্দুল
ভ্রমে ক্ষুধা ক্লিষ্ট হয়ে ; হুঙ্কারি ভৈরবে
কভুধায় বেগে বিটপী নিকর পানে
পাগলের প্রায় ; শৈল-শৃঙ্গোপরে কভু,
কভু বা তটিনী তটে, তৃষাতুর চিতে
বারিপান আশে ; পলাইয়ে যায় কভু
সেথাহতে, ভাবিয়ে অনল, বারি মাঝে
হেরি, মৃদুল তারকা ছটা, দূর বনে,
সশঙ্ক হৃদয়ে ; গগন বিতান পানে
চেয়ে থাকে কভু, তারকা আবলী হেরি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভুলি, কভু বা কানন পানে
নেহারে কুরঙ্গ, দূরিতে জঠর জ্বালা।
ধরণী আঁধার ঘোর, ভীম নগতল
আঁধারে আবৃত, আঁধার বিশাল বন,
অনন্ত তারকা সুধু, ফুটে আছে যেন
পদ্মদল প্রায়, ধীর সমীরণ ভরে

হাসিছে মৃদুল হাসি, অনন্ত বিশাল
নীল-নভ-সর-নীরে, কভু বা দুলিছে
মৃদু মেঘ উর্ম্মিবলে বিকচ কমল
দল। অভ্রভেদী তুঙ্গচয় দাঁড়াইয়ে
আছে, প্রশারিয়ে কর, ধবল তুষার
রাশি মস্তকে বহিয়ে, ছিঁড়িতে কমল
রাজি, নভসর হতে, পরিতে গলেতে
গাঁথি চারুমালা হৃদি-মন-প্রাণ-হারী।
তুঙ্গচয় আশ হেরি, হেরিয়ে গরব,
উচ্চতম তুঙ্গ শৃঙ্গে শোভে হরালয়
করী পৃষ্ঠোপরে, তুলিয়ে ত্রিদিব ভেদি
হেমময় চারুচূড়া মাণিক্য খচিত,
যেন বা খর্ব্বিতে শৃঙ্গধর বৃথা গর্ব্ব,
ঘুচাইতে মোহ অন্ধকার, প্রকাশিয়ে
জ্ঞান জ্যোতি। হাসে মৃদু মধুময় হাসি
চারুদিশি, অহরহ,—চন্দ্রমা জিনিয়ে
চারু সৌধালোকে, হাসে শৈল শৃঙ্গচয়,
গগন বিতানে উঠে সে মধুর ছটা,
গভীর তিমির নাশি, প্রভা বিতরিয়ে।
সৌধ পার্শে শোভে প্রমোদ উদ্যান চারু,
নন্দন উদ্যান জিনি বৈজয়ন্তধামে।
বিতরি মধুর শোভা, হাসি হাসি মুখে

ফুটে আছে ফুল কুল তথা, চারু আঁখি
বিকাশিয়ে, (ফোটে যারা দিবস যামিনী,
নাহি ম্লান হয় কভু তপন তাপেতে
অথবা মুদয়ে আঁখি শশাঙ্ক দর্শনে)
নশ্বর পল্লব সহ, ফুল তরু শাখে;
ফুটেছে কমল গুলি সুচারু সরসে:
কুমুদিনী সহ, স্বর্গীয় বিভায় সবে,—
স্বর্গীয় পুলকে মাতাইয়ে মনোপ্রাণ,
চেয়ে আছে কার পানে কহিতে না পারি
ভুলিয়ে জগত যেন। অদূরে চকোর
বসিয়ে আপন মনে, পুলক হৃদয়ে
মুদিত নয়নে, করে হায় সুধাপান,
কারে ভাবি রয় বসি কেবল কহিবে?
স্বর্গীয় সমীর স্বর্গীয় সুরভি বয়ে
সঞ্চরে মৃদুল, অম্লান কুসুমচয়
কাঁপায়ে ধীরেতে, কাঁপাইয়ে ফুল কুল
শাখা, বিটপী আবলী। মধুর বসন্ত
তথা বিরাজে সতত মুর্ত্তীমান হয়ে,
করয়ে পুলক কৈলাশ নিবাসীগণে,
চারু মনোহারী বেশে দিবস যামিনী;
অনন্ত স্বর্গীয় সুখ বিরজে তথায়;
দিবানিশি অহরহ সুখের তরঙ্গ,

তথা, পবিত্র ভাবেতে, বহে নিরন্তর
শান্তি স্রোতস্বতী হৃদে, কভু না শুকায়
সে শান্তি তটিনী, মৃদুল তরঙ্গরাজি
না লভে বিরাম কভু, তটিনী উরসে।
বয়ে যায় স্রোতস্বতী ; নবীন তরঙ্গ
মালা নব ভাবে সাজি, উঠে নিরন্তর।
উচ্চচূড় ভীমকায় মহেশ আগার
মাঝে, জাগে রম্য গৃহাবলী, সারি সারি ;
তার মাঝে, জাগে চারুতম গৃহ এক
মধুর সজ্জায় হইয়ে শোভিত হায়
মধুর ভাবেতে, উর্দ্ধদেশে ঝোলে ঘন
অম্লান কুসুম মালা সৌরভ বিতরি ;
চারু চন্দ্রাতপ অপূর্ব্ব ঝালর কাটা
অনীলের ভরে মৃদুল মৃদুল দোলে,
বৈদুর্য্য মুকুতা মণি হিরক খচিত,
সমুজ্জ্বল দীপাবলী শোভে সারি সারি
গৃহমাঝে, বাজে নভে ত্রিদিব বাদিত্র
মধুর নিক্কণে ; ত্রিদিব বাসন্তী বায়ু
বহে ধীরে ; গৃহতলে হৈম সিংহাসনে
নগেন্দ্র নন্দিনী সতী ভূতনাথ সহ,
শোভে একাসনে, সুবর্ণ রজত পাশে
শোভিছে মধুর ; আঁটাদৃঢ় কীর্ত্তিবাস

কীর্ত্তিবাস কটিতটে, জটাজুট জাল
শোভে শিরোপরে, গরজিছে ফণীদল
থাকিয়ে থাকিয়ে, অঙ্গেতে বিভূতি মাখা,
দীপিছে ললাটদেশে নব শশীকলা
চিত্রভানু সহ, উজল নয়ন ত্রয়।
বামপাশে শোভে সতী নগরাজবালা ;
(আহা কি মধুর শোভা) অপূর্ব্ব মেখলা
পরা, কাঞ্চন শিঞ্জিনী রাতুল চরণে
শোভে, উজলতা বিকাশিয়ে , শোভে করে
সুচারু কঙ্কণ, গলদেশে চারু হার
উজলতাময় ; খিতরে কিরণ রাশি
মধুর ভাবেতে রতন খচিত চারু
কনক কীরিট, মহেশ ভাবিনী শিরে,
জিনি ভানু, চিরদীপ্তিময় ; ত্রিনয়ন
শোভে ভালো পরে। অপূর্ব্ব মধূর ছটা
মধুর মাধুরী, হায়রে কেমনে বল
ছার কবিতায় ছার কবিতায় আঁকে হায় ?
চপলা প্রকৃতি কল্পনার গতি বলে,
নির্জ্জীব লেখনী ধরি বল কি কুহকে
আঁকিব হৃদয় পটে সে মধুর ভাব,
বর্ণিব অপূর্ব্ব ছটা হৃদি বিমোহন
কারী ? সে স্বর্গীয় ভাব আঁকিতে হৃদয়ে,

বিতরিতে পূত ছটা কাব্য ছটা সহ,
ধরিয়ে লেখনীবর তপারগ কবি।
দাঁড়ায়ে বিজয়া জয়া সিংহাসন পাশে,
ঢুলায় চামর দোঁহে, অদূরে দাঁড়ায়ে
নন্দী ভীম পরাক্রম ভীষণ ত্রিশূল
করে, গৃহ দ্বারে ; ভাবিছে নয়ন মুদি
সারাৎসার পরাৎপর বিভুর চরণ।
উঠিল সঙ্গীততান সহসা মধুরে,
গাইল বিজয় জয়া পবিত্র সঙ্গীত,
রাখিয়ে চামর দোঁহে করে ধরি বীণা,
মধুময়ী সপ্ত স্বরা ; তান লয় তুলি
স্বর্গীয় আরবে, উঠিল ত্রিদিব পথে
সে গীত লহরী, ঝঙ্কারিল সপ্ত স্বরা,
ঝঙ্কারিল বীণা ; ভাসিল সবার মন
সে সঙ্গীত স্রোতে, ভাসিল মহেশ
ভাসিলা পার্ব্বতী সতী ; নিশ্চল হইয়ে
রহিল দাঁড়ায়ে নন্দী, চুম্বিল ভুতল
ভীষণ ত্রিশূল ; ধ্বকিল উৎসাহে ঘন
হর ভালে শশিকলা ; উঠিল ধ্বকিয়ে
চিত্রভানু ; নিশ্চল সমীর ! রম্যোদ্যানে
অস্ফুট-কুসুমকলি ফুটিল সহসা,
চুম্বিল ধরণীতল ফুটন্ত কুসুম

রাজি ; উৎসাহ হৃদয়ে, নিদ্রাবেশে পাখী
শাখে, কূজনিল মিলি, সরসী সলিল
সহসা নিশ্চল হ'ল ; রহিল চকোর হায়
মুদিত নয়নে, সব ভুলি, ক্ষণকাল তরে।
ধীরে ধীরে ধীরে মধুর সঙ্গীত তান
লভিল বিরাম, নীরবিল সপ্তস্বরা
মধুময়ী বীণা ; ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী
উমাকান্ত উমা পদে আসিয়ে নমিল
সভয়ে ; হরভালে বিধু হারাল বিভা ;
কিন্তু উমা আঁখি ত্রয় ধ্বকিল আবার,
জ্বলিল নয়ন তারা, ভয়ে পলাইল
দূরে নিদ্রা-দেবী, ভীষণ চিন্তার চিহ্ন
ললাট কুঞ্চন রেখা হল প্রকটিত
উমা ভালে। কহিলা মহেশ কর ধরি
পার্ব্বতীর কতক্ষণ পরে মধুস্বরে,—
" চল প্রিয়ে বিশ্রাম আগারে, চল যাই,
লভিগে বিরাম, নিদ্রা কুহকিনী ধীরে
শান্তি যবনিকা নয়ন দুয়ারে মোর
দেয় ফেলি, বারিবারে তারে নারি আজি
কোনমতে, কেন প্রিয়ে নগেন্দ্র নন্দিনী
বসি অধোমুখে, কি ভাব সহসা তব
আবির্ভাব হৃদে ?" উত্তরিলা শিবজায়া

অমিয় মধুর কণ্ঠে, কল-কণ্ঠ জিনি,
জিনি বাঁশরি ঝঙ্কার—"প্রিয় প্রাণেশ্বর
পার্ব্বতী হৃদয়ধন! হয়েছে চঞ্চল
আজি এ জীবন, হেমময় ভারতেরে
হেরিতে নয়নে। হয়েছে পিপাসা ঘোর:
তৃষিত জীবন; বিদাও দাসিরে নাথ!
ভারত নন্দনগণে বহু দিন হল
নাহি হেরি বিচঞ্চল প্রাণ; নরলোহ
বহুদিন নাহি পাই দূরিতে পিপাসা,
তেঁই সাধি তব পদে বিদাও দাসিরে।"
হাসিলা শঙ্কর। দূরে গেল নিদ্রাদেবী
ক্ষণকাল তরে; চমকি উঠিল বিধু,
ধ্বকিল আবার; কহিলা মধুরে হর
সতীর উদ্দেশি "বিধুমুখি একি ভাব
আবির্ভাব হৃদিমাঝে হইল সহসা?
হল কি মাতিতে পুন ভীষণ সংগ্রামে
উদিত হৃদয়ে আশ; দলিতে দানব
দল, দুর্ব্বার সমরে, অথবা ত্যজিতে
দাসে পুনঃ ছল করি, দহিতে আবার
বিষম বিরহানলে?" ক্ষণকাল পরে
কহিলা পার্ব্বতী আবার মধুর স্বরে,—
"কান্ত হৃদি বিমোহন। যত বারি তত

বিষম বাসনা বেগে নারি নিবারিতে,
ভুলিতে বাসনা করি ভারত ভাবনা,
কিন্তু হায় তত ভীষণ প্রবাহ বহে,
ডুবায়ে সকলি, অবোধ পরাণ মোর
না মানে প্রবোধ ; পিপাসা দূরিতে নারি,
ক্ষম অপরাধ নাথ, বিদাও দাসিরে ;
ভুলিতে কি পারি কভু তপনে কমল,
শশাঙ্কের ভাল বাসা অভাগী কুমুদী ?"
নীরবিলা মহাদেবী, হেরিলা শঙ্কর
সতীর নয়ন জ্বলে উৎসাহে মাতিয়ে
ধ্বক ধ্বকি বহ্নি প্রায়, তাহেরি কহিলা
ধীরে—" জীবন তোষিনী যাও ভারতেতে
নাহি দুঃখ তায়, কুভাগ্য ফেরেতে কিন্তু
যেন হে আবার ভুলো না অধম দাসে,
ডুবাও না পুন মোরে বিষাদ সাগরে।"
নীরবিলা উমাকান্ত ; উমার হৃদয়
পুরিল উল্লাসে ; নাচিল ধমনীশিরা,
ধ্বকিল নয়ন এবে আবার মধুরে।
যাচিলা বিজয়া জয়া মহেশ সকাশে
মহেশ ভাবিনীসহ, উরিতে ভারতে ;
অনুমতি তায় দিলেন ঈশান সুখে।
প্রণমিল সবে তাঁহার চরণ যুগে ;

হরষ অন্তর, নাচিল হৃদয় তন্ত্রী।
সহসা আসিয়ে নিদ্রা আবরিল হর-
আঁখি ত্রয়, মায়াময়ী ঘোর মায়াজালে
মোহিলা সবারে ; ঘুমাইল সিংহাসনে
শশাঙ্ক-শেখর, স্তিমিত চন্দ্রমাকলা
রহিল ললাটে, চিত্রভানু প্রভাশূন্য।
বিভোরে ঘুমাল ফণী। ঘুমাইল নন্দী
দ্বারদেশে, করে ধরি ভীষণ ত্রিশূল
তালবৃক্ষ সম ; সঞ্চরিল সমীরণ
সুমন্দে, কুসুম সুরভি বহি ; ঢুলিল
চারু চন্দ্রাতপ সহ, অম্লান কুসুম
মালা ঊর্দ্ধদেশে, মৃদুল অনীল বলে ;
প্রভাহারা রত্নরাজি। মোহিল মায়ায়
মায়াময়ী মহাদেবী, সবাকার মন ;
অচেতন র'ল সবে, ঘুমাল গভীরে।
মহেশ ভাবিনী সতী ত্যজিলা কৈলাশ
সখীগণ সহ উরিতে ভারত হৃদে।

—(ঃ০ঃ)—

ইতি প্রথম সর্গ

— ঃ —

খ

মহাতৃষ্ণা কাব্য।

দ্বিতীয় সর্গ।

—(-ঃ-)—

মহেশ মন্দির ত্যজি নগেন্দ্র নন্দিনী
হৈমবতী, সখীগণ সনে, মাতি হর্ষে,
পশিলা অম্বর পথে, মনোল্লাসে সবে
সুমন্দে ; 'জয় জয়' রব মধুরভাবে
কলকণ্ঠ জিনি বিজয়া জয়ার কণ্ঠে
হ'য়ে আন্দোলিত পুরিল অম্বর স্থল ;
ছুটিল সমীর বহিতে সে স্বর সুধা
ত্যজি ফুল কুলে, মধুর সৌরভ পূর্ণ।
দাঁড়াইলা মহেশ্বরী দূর শূণ্য পথে
বায়ুভরে, দাঁড়াল বিজয়া জয়া, সতী
সনে ; অপূর্ব্ব মধুর ভাসেতে সহসা
গগন প্রাঙ্গন, হ'ল মরি বিশোভিত।
চাহিলা ঈশানী বিকচ-কমল-অক্ষে
সুদূর ভারত পানে , হেরিলা নয়নে,
বিকশিত চারু শোভা ভারত হৃদয়ে,

সজ্জিত মোহন ভাবে অনন্ত নগরী
মালা ; শোভিছে অসংখ্য সৌধ, তুলি চূড়া
গগনেরি পথে ; চারু রাজমার্গচয়
উজলিত দীপালোকে চন্দ্রকর জিনি ;
ঝুলিছে কুসুম মালা কিসলয়দাম
সহ প্রতি গৃহ দ্বারে, প্রমোদ উদ্যান
অগণিত, শোভিছে ভারত বক্ষে ; চারু
স্রোতস্বতী চয়, তুলি ধীর উর্ম্মিরাজি
ধাইছে মধুরে, উড়িছে কেতন কত
প্রতি গৃহ চূড়ে, মৃদুল সমীর ভরে
দুলিয়ে দুলিয়ে ; অপূর্ব্ব মধুর হাসি,
প্রতিভাত এবে সুচারু ভারত আস্যে।
 হরষে পূরিল এবে, অম্বিকা হৃদয় ;
কত যে কল্পনা মরি সুখ বিজড়িত,
উমা হৃদি-স্থল করি হায় বিভাসিত,
চঞ্চলিল প্রাণ নারেরে কল্পিতে তায়
এ কবি কল্পনা। বাড়িল জননী তৃষা,
অধৈরয হল চিত, চিন্তিলা ক্ষণেক
মুদি আঁখি, সহসা অপূর্ব্ব আস্য বিভা
হল অপনিত, মিশা'ল লাবণ্য ছটা
কান্তি কমনীয়। সহসা ধরিলা উমা
দনুজ-দলনকারী মূরতী ভীষণ,

মুখেন্দু মলিন ভাতি, এলায়ে পড়িল
সুদীর্ঘ চিকুর দাম, চুম্বিয়ে চরণ।
শোভিল করেতে, শাণিত কৃপানবর,
অন্য করে, গগণ বিতানভেদী, ঘোর
শৃঙ্গ ; দুলিল গলেতে ভীম মুণ্ডমালা
পরশি চরণ, কটীতটে বাঘাম্বর
হল বিশোভিত, রতন খচিত বাস
লুকাল সহসা, জ্বলিল নয়ন যুগ।
হেরিয়ে বিজয়া জয়া শিবানী মূরতী
ত্যজি পূর্ব্ব বেশ, তারাও ধরিল হায়
ভীষণ মূরতী, তাদেরো করেতে অসি
শোভিল সহসা, ঘুরিতে লাগিল ঘন
পলকে পলকে ;—উজলিল নভদেশ ;
ছুটিল মুকুট ভাতি অসি ভাতি সহ,
অনন্ত বিমানে, চঞ্চলা চপলা প্রায় ;
ভাসিল ভারত হৃদি সে বিভা ছটায়।
সহসা মিলিল আঁখি বিহগ নিচয়
নীড় মাঝে, কুজনিল মধুস্বরে ; ভানুভাতি
ভাবি, উজল কৃপান ভাসে, শশধর
কর জিনি, উজল কিরীটকরে, নিদ্রা
ত্যজি কেহ, শুনাতে মধুর গীত তপনে
অম্বরের পথে, নিজ নীড়াশ্রম ছাড়ি

বাহিরিল ধীরে, তুলিয়ে সুতান লয় ;
কিন্তু রে ধাঁধিল আঁখি উজল বিভায়,
পশিল সভয়ে নীড়ে ত্যজিয়ে সঙ্গীত,
মুদিল নয়ন,—হৃদি আশা লুকাইল
হৃদি মাঝে। বিধূর চকোর পিতে বিধু-
সুধা, বিধূর অন্তরে, চাহিল অম্বর
দেশে, আঁখি মেলি ; কিন্তু হায় ! তার আশ
মিশাল নিরাশ নীরে ; ভানুকর জিনি
হেরি কররাশি, সভয়ে মুদিল নেত্র,
বিধূনিল মরি, ডুবিল শোকের নীরে
আবার ধীরেতে। সহসা কহিলা সতী
মহেশ-হৃদয়-বাস ঘুরায়ে কৃপান
উদ্দেশি বিজয়া,—"দেখ সই আঁখি মেলি,
আনন্দ সাগরে ভাসে সোনার ভারত,
হাসে চারু হর্ম্ম্যমালা, শিরোপরে তুলি
জয় কেতুরাজি ; ওই দেখ বায়ু বলে,
ফল ফুলে গাঁথা মালা দোলে দ্বারে দ্বারে ;
উজলিয়ে রাজ মার্গ, অনন্ত নগরী চয় ;
জ্বলে দীপমালা আহা কি মোহন সাজে,
দেখ সারি সারি ; অমর নগরী জিনি
হয়েছে মধুর শোভা, ভাসিছে আজিকে
সমগ্র ভারত বাসী সুখের সাগরে

পিয়ে স্বাধীনতা-মধু, তেঁই সে আজিকে
বুঝি এ মধুর শোভা ; না হলে বল রে
বহে হায় কার প্রাণে এ সুখ-লহরী,
হৃদয় মলিন যার তাপেতে তাপিত।
চল রে সবাই মিলে উরিয়ে ভারতে,
জাগাই ভারত বাসী, এ ঘোর পিপাসা
চলরে নিভাই, পিয়ে আজি নরলোহ
প্রাণভরে ; বল সবে মিলে উচ্চরবে,
'জয় জয় জয়' কাঁপাও অম্বর তল ;
চলরে ভারতে ; সহেনা বিলম্ব আর ;
চল যাই কুরুক্ষেত্রে পুণ্যপুঞ্জময়
রণাঙ্গনে, তুষেছিল মোরে যথা যত্নে
ক্ষত্রিয় নিকর, রণের শোণিত দানে
মাতিয়ে সমরে, করি সবে আত্মত্যাগ।"
নীরবিলা শ্যামা, অমনি উঠিল নভে
'জয় জয়' স্বর, নাদিল বিজয়া জয়া।
সহসা উঠিল বাজি ঘোর শৃঙ্গবর
গভীর আরবে, 'জয় জয়,' রব সহ
লুকাইল নভে জ্বলন্ত চপলা ছটা,
ধাইলা অভয়া বিজয়া জয়ার সনে
লক্ষিয়ে ভারত ; পুণ্য পুঞ্জময় দূর
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে, মাতিয়ে হরষে।

বাড়িল দ্বিগুণ বিভা,—ঝল মল করি
পাবক কণিকা, খসিতে লাগিল ঘন
ধাঁধিয়ে নয়ন, যেন বা দহিতে বিশ্বে
খর বিভা জালে ; অথবা তপন যেন
গভীর নিশীথ পেয়ে, হয়ে মাতোয়ারা,
রতন কিরীট পরি, ধাইছে উল্লাসে,
নভ ভাবি উদিতে মরতে, বিকাশিয়ে
প্রভা জাল ঘন, সহস্রলোচন মেলি
বিশ্ব দগ্ধকারী, আরোহি সুবর্ণ রথে।
মুহূর্ত্তে পশিলা সতী কুরুক্ষেত্র হ্রদে,
বাজাইলা শৃঙ্গ গভীর আরবে পুনঃ,
ঘোর প্রতিধ্বনি হ'ল ভেদি শব্দ বহ,
ভেদিয়ে ত্রিদিব ; ছুটিল সমীর ভয়ে
নভ মার্গ দিয়ে, ছুটিল শৃঙ্গ নিঃস্বন।
কাঁপিল সহসা পৃথ্বী চরণ প্রহারে,
চঞ্চল হইল হৃদি, কাঁদিলা সহসা
হৃদি ভার-ভরে, রমাপতি রমা পদে
জানাতে এ দুঃখ কথা, হৃদয়ের ভার
প্রতিকার তরে, চলিলা পৃথ্বী সুন্দরী,—
চলিলা সুন্দরী হেন ঘোর নিশাকালে
ভিখারিণী প্রায়, ভাসি দুঃখ-নেত্র-নীরে ;
চঞ্চল চরণ যে'তে বাধিল চরণে,

ভয়েতে অবশ দেহ, জীবন আকুল।
উথলিল সিন্ধু বারি, ঘোর উর্ম্মিরাজি
গভীর গর্জ্জনে উঠিতে লাগিল ঘন,
জলচর জীবকুল হইল চঞ্চল,
হইল চঞ্চল পাশী পয়োনিধিরাজ
আবাস মন্দির মাঝে ; হেরিলা সভয়ে
উথলিছে সিন্ধুচয়, রতন খচিত
লড়িতেছে গৃহচূড়। ভাবিলা জলেশ,
সহসা প্রলয় কাল উপস্থিত আসি,
কুলক্ষণ আজি তেঁই হতেছে উদিত।
করেতে লইলা পাশ সত্বরে সভয়ে,
চিন্তিলা কেসবে গোলক বিহারী নাথে ;
বিবিধ চিন্তার স্রোত বহিল হৃদয়ে।
অমর নগরী চারু কাঁপিল সে রবে—
গভীর শৃঙ্গের স্বনে, উঠিল জাগিয়ে
অমর নগরবাসী ; ত্যজিয়ে শয়ন
বাহিরিল বেগে সভীত অন্তর সবে,
হেরিল মরতে ভীষণ প্রলয়োদয়।
দ্বাদশ তপন জিনি উঠিছে কিরণ—
মুহুর্ম্মুহুঃ নিনাদিছে দেব শৃঙ্গবর।
সুরাঙ্গনগণ কুসুম শয়নো'পরে
ছিলরে লভিতে, শান্তিপ্রদ নিদ্রা-কোলে

সুখ সুবিমল, নলীন নয়ন মুদি
স্বপন আবেসে হেরিতে ছিলরে কত
প্রেম-চিত্র-রাজি হৃদি প্রাণ মন-হর ;
খেলিতে ছিল রে, ত্রিদিব নন্দনানিল
চারু হৃদোপরে, যোগায়ে সুরভি রাশি ;
ফুল-কুল-দল সুন্দর মালিকা গাঁথা,
কাঁপাইয়ে হৃদম্বরে মৃদুল মৃদুল।
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম, টুটে গেল ধীরে
নিদ্রাবেস, অপানিত সুখ ছবি নেত্র দ্বার
হতে ; শ্যামার হুঙ্কারে, শৃঙ্গের আরবে
কাঁপিল হৃদয়, নিরাশে ভাসিল হৃদি।
সুর রাজগৃহে শচীপতী সুরেশ্বর
ছিলেন শয়ান ; সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা,
চঞ্চল হৃদয়, অম্লান কুসুম মালা
গল হতে, পড়িল ছিঁড়িয়ে ; বাতায়ন
পথে, দেখিলা চাহিয়ে ভীত সুরদল ;
জেগেছে সবাই এ ঘোর নিশীথ কালে,
আসিছে ত্বরিতে, বিরাম মন্দির পানে
তাহেরি ত্যজিয়ে শয্যা, খুলি গৃহদ্বার,
জানিয়ে বারতা ঘোর, সুরদল লয়ে
আরোহি স্যন্দনে চলিলা গোলকপুরে
নারায়ণ পাশে, জানাইতে এ বারতা।

গোলোক ভবন-মাঝে নিদ্রিত কেসব
কমল শয়নে ; পদতলে বসি রমা
কেসব-বাসনা, পতি-পরায়ণা সতী।
রমা-রূপে উজলিছে মরি ! গৃহতল,
উজলয়ে যথা রত্ন রাজি তমে ঢাকা
খনির হৃদয়ে, বিকাশি উজল ছটা।
অঙ্গ-পরিমলে আমোদিত গৃহতল,
(কি ছার ফুল সৌরভ সে সৌরভ কাছে)
ভ্রমিছে ভ্রমর দল দলে দলে আসি
ত্যজি মধুক্রম মধুর সুরভি পূর্ণ,
লুটিবারে রমা-অঙ্গ-পরিমল মরি !
উন্মাদ অন্তরে। গাইছে বিহগচয়
সুবর্ণ পাদপোপরি, জাগিএ নিশীথে,
রমাপতি রমা গুণ-গান মধু সুরে।
কুজিছে বসন্ত সখা গোলোক কাননে,
বিতরিয়ে স্বর সুধা ; মাতায়ে কানন-
স্থলী, মাতিয়ে উল্লাসে। মধুর সকলি ;
নাহি পশে কভু হেথা হৃদি দগ্ধকারী,
শোক তাপ, জরা মৃত্যু আদি যত দুঃখ,
বঞ্চে হেথা সবে সুখে কাল,—দিবানিশি
ভাসে সবে, উল্লাস সাগরে, গায় পাখী
পবিত্র সঙ্গীত সদা, কাননে নিকুঞ্জে।

সহসা জাগিল রমাপতি ; ত্যজি শয্যা
উঠিলা সত্বরে, চঞ্চলিল প্রাণ মন,
অভিনব ভাব কিবা উদিয়ে অন্তরে।
সুধিলা কেসব-হৃদয়-বাস কমলা :—
"কহ হে প্রাণেশ, ত্যজিয়ে শয়ন কেন
উঠিলে সহসা, দংশেছে কি তোমা নাথ
উন্মত্তভ্রমর, যাহে প্রাণ বিচঞ্চল ?"
উত্তরিলা রমাপতি,—"কিছার বল লো
এ জ্বালার কাছে, ভ্রমর দংশন জ্বালা
প্রাণময়ি ! যে জ্বালায় প্রাণ মন কাঁদে
আজি মোর রে প্রেয়সি, বর্ণনে না যায়
সে কঠোর জ্বালা ; ভকত স্মরণে আজ
কাঁদেলো হৃদয়,—চিত্ত-পদ্ম টলে ঘন
চিন্তার তরঙ্গে, নারিরে স্থিরিতে তায়"
নীরবিল রমাপতি ; সহসা পশিল
অস্ফুট করুণ স্বর—ললনা ক্রন্দন,
গোলোক ভবন মাঝে ; বাজিয়ে উঠিল
যেন রে সহসা, মুরজ, মন্দিরা, বীণা,
বাঁশরী, রবাব, সমতানে সমস্বরে
মৃদুল ঝঙ্কারে, সকরুণে, অমঙ্গল
বার্ত্তা ঘোষি যেন বিশ্বে কাঁদায়ে পরাণ।
ধীরে ধীরে ধীরে কমললোচনা সতী

পৃথ্বী সুন্দরী, গোলক ভবন মাঝারে
পশিলা সভয়ে; প্রণমিলা ভক্তি ভরে
হরিপ্রিয়া হরিপদে; কিন্তু হায় মরি
না সরিল মুখে ভাষ, কাঁদিলা নীরবে;
বিকচ-নলীন-নেত্রে সুধু অশ্রুধার,
তিতিয়ে অম্বর, বহিতে লাগিল হায়!
কাঁদিলা অধীর চিতে হৃদি ভার ভরে।
"কহলো তনয়ে" আরম্ভিলা রমাপতি;
"এ ঘোর নিশীথে কেন, উপস্থিত হেথা
কেনবা নয়নে ঝরে বল অশ্রুধার,
বারিধার প্রায়? কিবা হৃদি-ভাব পুন
হৃদয়ে তোমার, বল মোরে বিবরিয়ে,
প্রতিকার করি তার, কিহবে কাঁদিলে
বৎসে, অবোধ ললনা প্রায় তিতি ধরা?"
মাধব আশ্বাসে, আশ্বাসিত হয়ে মরি
বসুধা সুন্দরী, মুছি ধীরে অশ্রুধার
সুবর্ণ আঁচলে, উত্তরিলা ক্ষণপরে:—
(ভারতী সুন্দরী যেন ঝঙ্কারিলা বীণা)
"পিতঃ, কতবার, বাঁচায়েছ তনয়ারে,
কত রূপ করে, হরি এ হৃদয় ভার;
বিপদ সাগরে কত, শ্রীপদ তরণী
দিয়ে ত্রাণিলে হে তুমি, বহুকাল আমি

আছি সুখে; নাহি হৃদি ভার, নাহি পিতঃ,
দুর্ম্মদদনুজদল, কর্ব্বুর নিকর
দিতে হে যন্ত্রনা আর অভাগী হৃদয়ে;
শান্ত এ হৃদয় পিতঃ, কিন্তু আজি হায়,
ভীম ভারে হৃদি মম হ'ল গো চঞ্চল—
বাড়িল মন-বেদনা, দনুজ দলনী
অভয়া চরণাঘাতে, কাঁপিছে ভারত,
কাঁপিছে হৃদয়, দারুণ বেদনা চিতে,
যাহা হয় কর পিতঃ, তার এ বিপদে।"
এত বলি শিহরিলা পদ্মাক্ষী বসুধা
ভাবি ভয়ে, অশ্রুবিন্দু অলক্ষে ঝরিল
আঁখি হ'তে পুনঃ,—রহিলা দাঁড়ায়ে সতী।
কতক্ষণ পরে উত্তরিলা বনমালী;—
"বুঝেছি নন্দিনি, হৃদয় বেদনা তব;
মুহূর্ত্তেকে বধিতাম অন্য অরি হ'লে
সুদর্শনাঘাতে, কিন্তু আজি বল মোরে,
কেমনে বা বারি বৎসে, কৃতান্ত রূপিনী
তন্ময়ী শ্যামারে, কে তাঁরে বারিবে আজি?
কে বল দাঁড়াবে আজি বিশ্বদগ্ধকারী
পাবক সন্মুখে, কিন্তু হায়, পুত্রি তোমা
এই লও, করিলাম মম বল দান,
যাওগো ফিরি মরতে, নির্ভীক হৃদয়ে।"

এত বলি রমাপতি বিষ্ণুতেজ দানে
পূরিলা পৃথ্বী-অন্তর নবীন উৎসাহে।
পশিল জনঃকল্লোল, সহসা সে হর্ম্ম্য
তলে, পশিল অনিল দ্রুত সঞ্চরণে,
অগ্রগামী হয়ে, বহি সে কল্লোল হায়!
চমকিল রমাপতি, কেশব-বাসনা,
বসুধা, সে রবে। সহসা পশিল ইন্দ্র—
স্বরীশ্বর, সুরসহ, রমানাথ গৃহ
মাঝে, প্রণমিল সবে, হরি হরিপ্রিয়া
চরণে ; সভীত চিতে রহিল দাঁড়ায়ে
সবে। কতক্ষণ পরে শচীপতি ইন্দ্র,
কমল লোচনে সুধিলা অধীর হয়ে ;—
"রক্ষ দেব রমাপতি, রক্ষ সুরদলে,
রক্ষ হে ত্রিদিব ধামে, নহে যায় আজি
সব ভস্ম হয়ে, অভয়া-নয়ন-দাবে।
হে নাথ! অমর-নগরী, দেব-উদ্যান,
ফল পুষ্পে বিকসিত চারু তরুচয়,
মণি-মুক্তা-রত্ন-বিখচিত সৌধমালা,
যায় বুঝি ভস্ম হয়ে, শ্যামার কটাক্ষে।
তুমি না রাখিলে দেব, এ সুর নিকরে
যায় আজি সব, রাখিবারে নাহি কেহ।
এখনো কাঁপিছে প্রাণ শ্যামার হুঙ্কারে।

ধাঁধিছে নয়ন, জগত দহনকারী
ভীষণ পাবক ভাসে, আকুল পরাণ।"
উত্তরিলা গোলকবিহারী—"হে বাসব
কেন এত ভীত মন, ভুলেছ কি সব
পূরব সমর কথা, দৈত্য-দল সহ?
যাও তুমি নির্ভীক অন্তরে সুরদল
সহ, ফিরিয়ে নগরে ; যাও বায়ু পতি,
আবর ত্বরিতে সুন্দর অম্বরতল
নিয়োজিয়ে মেঘ দাম, তাহ'লে নারিবে,
পশিবারে অমর নগরে, অভয়ার
উজল কিরণ রাশি ; মুক্ত কর ত্বরা
নিগড় আবদ্ধ বায়ুদলে কারাগার
হ'তে, মাতুক তাহারা রঙ্গে ; নভদেশে
হ'ক প্রধাবিত, তাহলে নারিবে কভু
ভীষণ স্বনন, কাঁপাবারে সুর হৃদি
পরশিতে অমর নগরী। যাও সবে
নিকেতনে ফিরি, কাল ব্যাজে নাহি ফল,
যাও গো তনয়ে তুমি মরত ভুবনে।"
নীরবিল হরি।—ফিরিল সবাই গেহে
আনন্দ অন্তরে ; কেশব, কমলা—পদ
বন্দিয়ে সুখেতে, চলি গেলা সুরেশ্বর
সুর দলে লয়ে অমর নগরী পানে ;

চলিলা পৃথ্বী সুন্দরী মরত ভুবনে,
উজলিয়ে দিশিচয় ; খসিল তারকা
যেন নভ কোল হতে বিতরি বিভাস।
ঘুমালেন হরি পুনঃ কমল শয়নে ;
ঘুমাইলা হরিপ্রিয়া পতি পদতলে
মুদি আঁখি, ভাবে নাথে ; আইলে যামিনী
যথা ফোটা কমলিনী মুদিয়ে নয়ন
ভাবিয়ে নাথেরে নিজ ঘুমায় সরসেঃ।
বাজিল আবার শৃঙ্গ গভীর আরবে
ধরাতলে, শ্যামা-করে। প্রহারিলা পদ
ধরণী হৃদয়ে, উঠিল বাজিয়ে কাঞ্চী
শিঞ্জিনী আবার। হেরিলা অভয়া সতী
নিরব নিথর সব ; না জাগিছে কেহ
শৃঙ্গের স্বননে ঘোর ; সবাই ঘুমায়
অনন্ত শয়নে যেন। নাহি বাজে বীণা
সুদূর নগর মাঝে, নাহি জাগে কেহ
মাতিয়ে উল্লাসে ; তাহেরি বিস্ময়ে সতী
হইলা মগন ; কতক্ষণ পরে পুন
বাজাইয়ে শৃঙ্গবর, ভেদি নভতল
কহিলা অভয়া উচ্চে ভারত নন্দনে,—
"কোথারে আজিকে ভারত নন্দন,
কর রে কর রে তৃষা নিবারণ ;

কেন রে কেন রে, বল ঘুম ঘোরে,
অচেতন এবে সবাকার মন।"

"সমর সলিলে ভাসারে পরাণ,
কর রে সবাই মোরে লোহ দান ;
জয় জয় রবে, পূরে নীল নভে,
করে ধরি উড়া বিজয় নিশান।"

"বাম করে ধরি বিজয় নিশান,
অন্য করে ধরি শাণিত কৃপাণ,
নির্ভীক অন্তরে, মাতরে সমরে,
কর রে আজিকে মোরে লোহ দান।"

"উহু উহু উহু অসহ্য যাতনা,
পিপাসার জ্বালা হৃদয়ে সয়না
নিভারে নিভারে, এ ঘোর তৃষারে,
উহু উহু হৃদি মাঝে অসহ্য বেদনা।"

"সমর অনল বিনে এ পিপাসা,
না মিটিবে কভু ; না পুরিবে আশা ;
হৃদি না যুড়াবে, যাতনা রহিবে,
রহিবে হৃদেতে বিষম নিরাশা।"

"তাই বলি আজি ভারত তনয়,
জ্বালরে যতনে রণের নিলয় ;

দেরে রে আহুতি, স্থির করে মতি,
পুনঃ পুনঃ পুনঃ শরহবি তায়।"

"সে অনলবিভা উঠুক গগনে,
পুড়ে যাক বিশ্ব পাবক দহনে ;
জ্বলুক জ্বলুক, ঘোর হুতভুক,
জ্বলুক সে অগ্নি সবার জীবনে।"

"সুনীল নভেরে ছাও শরজালে,
ছুটাও দামিনী সবে রণস্থলে ;
বধরে বধরে, অরতি নিকরে,
অরি মুণ্ড সব চরণেতে দলে।"

"সেই কুরুক্ষেত্র পূত রনাঙ্গন,
এই না জাগিছে সম্মুখে ভীষণ ;
কিন্তু কোথা আজ, সে মধুর সাজ,
কোথা সে পবিত্র রণের বাজন ?"

"কোথা জয়কেতু, কোথা শরাসন,
কোথা রথ বাজী কুন্ত অগনন ,
জ্বলন্ত চপলা, কোথা 'করে খেলা,
কোথা আজি হায় জ্বলন্ত বচন ?"

"ভুবন বিখ্যাত কোথা বীরগণ,
কোথা ভীষ্মাচার্য্য, কোথা আজি দ্রোণ ;

কোথা অশ্বত্থামা, পার্থ খ্যাত নামা,
কোথা ভগদত্ত রণে হুতাসন।"

"কই ভীম আজ কোথা দুর্য্যোধন,
জ্বাল রে আবার রণ হুতাসন;
ছুটারে দামিনী, গগন—কামিনী,
ধরিয়ে কৃপাণ ধরি শরাশন।"

"ওহো ওহো ওহো পিপাসা প্রবল,
ধূধূ ধূধূ জ্বলে হৃদয় অনল;
নিভারে যতনে, নর লোহ দানে,
কররে জীবন আজ রে শীতল।"

"নিদ্রা ক্রোড়ে কিরে এখনো রহিবি,
অলীক স্বপন এখনো দেখিবি?
মোহে বস হয়ে, নিদ্রা ক্রোড়ে রয়ে,
আকাশ কুসুম আজো কি গাথিবি।"

"উঠরে ত্যজিয়ে আলস্য শয়ন,
হৃদি ভরে বাজা রণের বাজন;
বাজা বাজা ভেরি, প্রাণ মন ভরি,
নাচরে সমরে উড়ায়ে কেতন।"

"জয় জয়" রবে হৃদয় জুড়াও,
সমর সাগরে জীবন ভাসাও;

মাতাও পরাণ, ধর রে কৃপান,
জয় স্বাধীনতা "বলি সবে গাও।"

নীরবিলা সতী মহেশ ভাবিনী,
নীরব হইল মধুময় ধ্বনি ;
কেহ না জাগিল, কেহ না উঠিল,
জাগিয়ে রহিল অনন্ত যামিনী।

ঘোর শৃঙ্গবর আবার বাজিল,
উৎসাহ উগারি আবার গাহিল,
"জয় জয় জয়, স্বাধীনতা জয়,"
কিন্তু রে কেহই তবু না জাগিল।

শৃঙ্গরব পুনঃ গগনে মিশাল ;
হৃদয়ের আশা হৃদয়ে রহিল ;
"জয় জয়" বলি, প্রাণ মন খুলি
খুলিয়ে কৃপান কেহ না জাগিল।

গভীরা প্রকৃতি নিরব হইল,
শৃঙ্গরব আর নাহি রে উঠিল ;
সুধু সমীরণ, তুলিয়ে স্বনন,
মধুর ভাবেতে বহিতে লাগিল

সমীরের সাথে গভীর ভাবেতে,
শ্যামা দীর্ঘ শ্বাস লাগিল বহিতে ;

নানা দুঃখ হায়, পূরিল হৃদয়,
দহিলে অন্তর বিষম তৃষাতে।

ধ্বক ধ্বকি ঘন নয়ন জ্বলিল,
নানা দুঃখজাল হৃদি আবরিল ;
আবার আরার, শৃঙ্গের ঝঙ্কার,
শ্যামা রব নভে আবার উঠিল।

"একি আজি হেরি কেন রে নয়নে,
কেহ না জাগিলি কহ কি কারণে ;
ঘুমায়ে রহিলি, আঁখি না মেলিলি,
না জাগিলি হায় গভীর নিস্বনে।

বাক্য বজ্রনাদ গভীর স্বননে,
কাঁপে তারা রাজি সুদূর গগনে ;
উথলে সাগর, নিশ্চল সমীর,
সুধু কি তোদের না পাশে শ্রবণে।

সংসারের জ্বালা আজ কিরে ভুলে,
রয়েছিস সবে শশাণের কোলে ;
তাই কি রে তোরা, হয়ে জ্ঞান হারা,
জয় জয় রবে নভ দেশে তুলে,

"নাহি গা'স আজি খুলে মন প্রাণ,
ধরিয়ে করেতে উজল কৃপাণ ;

অসার জীবন, দিতে বিসর্জ্জন,
জ্বালিয়ে সুখেতে রণ হুতাশন।"

"জয় জয় সবে বল সমস্বরে,
বিদার বিদার সুদূর অম্বরে ;
নিরবে থেকোনা, ঘুমায়ে রয়োনা,
মাত একবার মাত রে সমরে।"

"কেন অসি আজ ঘুমায় পিধানে,
কেন নাহি ধায় লোহ পানে ;
কেন নাহি তোষে, আজি মোরে আশে,
রণসাধ মোর নরলোহ দানে।"

"বাজা বাজা বীণা সবে উঠি আজ,
শয্যা ত্যজি উঠি পর বীর—সাজ ;
কুসুম ভূষণ, কর উন্মোচন,
পাক শোভা শিরে মনোহার তাজ।"

"রণ শৃঙ্গ বাজা মাতায়ে ভুবন,
সপ্তস্বরা ধরি গা'করে চরণ ;
বাজাক ললনা, মধুময়ী বীণা,
ভরুক সুতানে অনন্ত গগন।"

"প্রতি হৃদি স্থরে সে মধুর ভাব
মধুময় বেশে হোক আবির্ভাব ;

যা'তে ক'রে হায়, পরাণ মাতায়,
হয় প্রজ্বলিত ঘোর রণ দাব।"

"উহু, উহু ঘোর হৃদয় যাতনা,
এ বিষম জ্বালা হৃদয়ে সয়না ;
ভারত নন্দন, ত্যজিয়ে শয়ন,
জাগ একবার যুড়াতে যাতনা।"

"হ'ল দগ্ধ প্রাণ অন্তর অনলে,
নিভেনা নিভেনা এ জ্বালা সলিলে,
এ ঘোর অনল, নিভিবে কেবল,
মন দুখহারী সমর অনলে।"

"তাই বলি সবে জাগ একবার,
ছুটারে ভারতে শোণিতের ধার,
এ যাতনা তবে, নিভিবে নিভিবে,
না হলে নয়নে বহিরে রে ধার।"

নিরখিল উমা নগেন্দ্র নন্দিনী,
গগণে উঠিল ঘোর শৃঙ্গধ্বনি ;
নাদিল বিজয়া, নির্ভীক হৃদয়,
সহ প্রিয় জয়া সুচারু ভাসিনী।

সম স্বরে দোঁহে উঠিল গরজি ;
চমকিল নভে চারু তারারাজি ;

প্রথম সর্গ।

চমকিল ধরা, ভয়েতে অধীরা,
চমকিল সিন্ধু সুখ আশ ত্যজি।

জয় জয় রবে ভরিল গগন,
ভয়াকুল চিতে পলাল পবন ;
ত্রিদীব আলয়ে, দেবতা নিচয়ে,
সবে পুনঃ হ'ল ভয়েতে মগন।

আবার আবার ভীষণ নিস্বন,
বধির হইল যেন রে শ্রবণ ;
সহসা পিধানে, ঝন ঝন স্বনে,
বাজিল সবার কৃপাণ ভীষণ।

দেখিতে দেখিতে বিভা পরকাশি,
উজলিল ঘন আভাময় অসি ;
সবাকার করে, উজলি অম্বরে,
অভেদ্য অনন্ত তমজাল নাশি।

ঘন ঘন ঘন নয়ন ধাঁধিল,
সবাকার অসি ঘুরিতে লাগিল ;
মরতে চপলা, হের করে খেলা,
সবার নয়নে পাবক জ্বলিল।

ঘুরিল কৃপাণ স্বন স্বন করি,
বলিল বদন সবার উগরি ;

"জয় জয় জয়, স্বাধীনতা জয়,
নিভারে পিপাসা সবে অসি ধরি।"

গাহিল সবাই, চরণ টলিল,
আবার মেদিনী হইল চঞ্চল;
থর থর ক'রে, সভীত অন্তরে,
বাসুকী পন্নগ পাতালে কাঁপিল।

আবার আবার শৃঙ্গের ঝঙ্কার,
আবার বহিল জয় জয় ধার;
প্রহারিল সবে, কাঁপাইয়ে নভে,
ধরণী হৃদয়ে চরণ-প্রহার।

দুরু দুরু পুনঃ কাঁপিল ধরণী,
শ্যামার চরণে বাজিল শিঞ্জিনী;
উজলিল আঁখি, নীরব নিরখি,
সোনার ভারতে যতেক পরাণী।

ধীরে ধীরে ধীরে সবাই থামিল,
ভূতল চপলা ভূতলে লুকাল;
দাঁড়া'ল অভয়া, ঘোর চিন্তা-ছায়া,
আসিয়ে সহসা বদন ঢাকিল।

তাই হেরি ধীরে বিজয়া সুধিল:—
"কেন প্রিয় সই কেন হেন হ'ল?

সহসা বদন, বিভাতি বিহীন,
কেন বা স্বজনি আঁখি ছল ছল ?”

“যা’র নামে হয় শান্তির উদয়,
অশান্তি পূরিত হৃদে মায়াময় ;
তার চিত হল, কেন লো চঞ্চল,
হৃদি হ’তে শান্তি কেনবা বিলয় ?”

“প্রান্তরের পারে চেয়ে আছ কেন,
দীর্ঘ শ্বাস কেন হতেছে পতন ?
কিসেরি লাগিয়ে, রয়েছ চাহিয়ে,
শূন্য প্রায় আজি কেনবা জীবন ?”

নীরব বিজয়া,—নীরব সকলি,
নগেন্দ্র-নন্দিনী আঁখিযুগ খুলি ;
প্রান্তরের পারে, সুচারু নগরে,
রহিলা চাহিয়ে আপনারে ভুলি।

বহুক্ষণ সতী চাহিয়া রহিল,
কতক্ষণ পরে নয়ন ফিরাল ;
আবার হৃদয়, ডুবিল চিন্তায়,
প্রান্তরের পানে আবার চাহিল।

শূন্য প্রাণে সতী চাহিয়ে রহিল,
কত যে ভাবনা হৃদয়ে পশিল ;

নব নব দুখে, হৃদি পূর্ণ শোকে,
চিন্তা স্রোতে সব ভাসিয়ে চলিল।

চাহিতে চাহিতে, চাহিতে নারিল,
ঘোর শোক-উৎস হৃদে উথলিল ;
নীরবে নীরবে, শোকের প্রভাবে,
আঁখি হ'তে বারি ঝরিয়ে পড়িল।

তা' হেরিয়ে জয়া সুধিলা শ্যামারে:—
"একি একি সই একি বা হেরিরে ?
কেনবা নয়ন, বরষে জীবন,
কেন বল চিত পূর্ণ শোক-ভারে ?"

"প্রান্তরের পারে যত আঁখি ধায়,
শোক-অশ্রু-নীরে কেন পূরে যায় ?
কেন সই বল, পরাণ পাগল,
নেত্রে ঘন কেন নীরদ উদয়।"

নীরবিল জয়া ; কত ক্ষণ পরে,
চহিলা অভয়া মুছি আঁখি ধারে ;
শোক মাখা স্বরে, কহিলা দোঁহারে,
লক্ষ্য করি সুচারু নগরে:—

"দেখলো সজনি ওই শোভা পায়,
সুচারু নগরী অলকারি প্রায় ;

শোভে দীপ মালা ; হের ক'রে খেলা,
ওই নভদেশে চারু কেতু চয়।"

"কিন্তু আজি কোথা সে অতুল শোভা,
সে স্বাধীন ভাব হৃদি-মন-লোভা ?
সকলি যেন রে, আচ্ছন্ন তিমিরে,
সকলি আজিকে হারায়েছে বিভা।"

"দেখ দেখ সই ! দেখ লো চাহিয়ে,
সকলি গিয়েছে বিলয় হইয়ে ;
সব মরুময়, পিশাচ আলয়,
শ্মশানেরি প্রায় রয়েছে পড়িয়ে।"

"পূর্ব্ব শোভা আজি মলিন হ'য়েছে,
দুরন্ত কালেতে সকলি হ'রেছে ;
অনন্তের তরে, অনন্ত উদরে,
ধীরে ধীরে ধীরে সকলি প'শেছে।"

"আজিকে সবাই হয়েছে অধীন,
তেঁই সে সবার হৃদয় মলিন ;
তেঁই আজি সবে, র'য়েছে নীরবে,
তেঁই সে আজিকে পূর্ব্ব শোভা হীন।"

"তা'রি তরে হের অর্দ্ধেন্দু শোভিত,
উড়িছে কেতন করি পত পত ;

গগন বিতানে, আপনারি মনে,
করিয়ে সবার পরাধীন চিত।”

“স্বজনি, স্বজনি, এরা যদি হ'ত,
স্বাধীন-হৃদয় সে স্বাধীন-চিত ;
তাহ'লে কি আজ, পরে ফুলসাজ,
মোহের শয়নে শুইয়ে রহিত ?”

“দেখিত রে কি রে অলীক স্বপন,
ছায়াবাজি প্রায় নয়ন-রঞ্জন ;
আকাশ প্রসূন, ভরি প্রাণ মন,
করিত কি সই আজ রে গ্রন্থন ?”

“মায়া প্রলোভনে বৃথা আজ ভুলে,
থাকিত কি শুয়ে মোরে অবহেলে ?
মুদিয়ে নয়ন, আবরি শ্রবণ,
ভুলিয়ে গৌরব, পূর্ব্ব সুখ ভু'লে ?”

“তা'হলে কি আজ চারু রণাঙ্গন,
থাকিত পড়িয়ে শ্মশাণ মতন ?
তাহলে কি আজ, চারু রণসাজ,
ভূতল-ধূলিতে হ'ত রে লুণ্ঠন ?”

“এরা যদি আজ হ'ত রে স্বাধীন,
যদি নাহি হ'ত হৃদয় মলিন ;

আজি রে তা'হলে, মন প্রাণ খুলে,
গাইত সবাই ভারত-সুদিন।"

"আজিকে তা'হলে ত্যজিয়ে শয়ন,
উগারি বদনে জ্বলন্ত বচন,
সমরে মাতিত, জীবন ভাসাত,
ভাসাত অনন্ত স্রোতেতে জীবন।"

"তাহ'লে আজিকে সুদূর অম্বর,
ভেদিত সঘন জয় জয় স্বর ;
উড়িত কেতন, রণের বাজন,
বাজিত উৎসাহে হৃদি-প্রাণ-হর।"

"আজিকে তাহলে ত্যজিয়ে পিধান,
শূন্য পথে ঘন উঠিত কৃপাণ ;
ঘুরিত সঘনে, শন্ শন্ স্বনে,
উজলি বিভাসে গগন বিতান।"

"চমকিত ঘন ভূতলে চপলা,
রণাঙ্গনে ঘন করিত রে খেলা ;
নয়ন ধাঁধিত ; নভ উজলিত,
লুকাত নভেতে চারু তারামালা।"

"রণস্থলে হ'ত কুলিশ নিস্বন,
অস্ত্রাঘাতে হ'ত রুধির বর্ষণ ;

খরশাণ অসি, অরিদল নাশি,
ধরিত আজিকে লোহিত বরণ।”

“কিন্তু রে সে সুখ ওই টুটে গেল,
ওই হের সবে ঘুমায়ে রহিল;
কেহ না জাগিল, কেহ না উঠিল,
মনের বাসনা মনেতে মিশাল।”

“চললো স্বজনি যাই হেথাহ’তে,
রাজস্থানে চল, যদি পারি চিতে
সলিল সিঞ্চিতে, যাতনা দূরিতে,
ঘোর তৃষা,-জ্বালা ধীরেতে নিভাতে।”

“যা’দের শূরত্বে এই রণাঙ্গন,
করেছে রে হায়, কীরতি স্থাপন;
তারা নাই আজ, পরি বীর সাজ,
কে মাতাবে ধরা উজলি ভুবন?”

“এরাই কি হায় তাদের সন্ততি?
তবে কোথা হৃদে সে আর্য্য-শকতি?
সিংহের নন্দন, শৃগাল মতন,
অরির চরণে করে আজ নতি।”

“ওই থানেশ্বর মরুভূমি প্রায়,
নীরবে নিথরে হের প’ড়ে রয়;

যাহার সুযশ, পূরি দিশি দশ,
এখনো জগতে ধীরে ধীরে বয়।”

“কিন্তু কোথা আজ বল রে তাহারা,
ভারত-আকাশ-সমুজ্জ্বল তারা ;
যুঝেছিল যারা, হয়ে মাতোয়ারা,
রেখেছে সুযশ পূরিয়ে এ ধরা।”

“চল সই চল, চল রাজস্থানে,
চল পঞ্চনদে বিখ্যাত ভুবনে ;
চললো সবাই, পিপাসা যুড়াই,
তুষিবে লো তা'রা মোরে লোহদানে

“বলি ‘তারা তারা’ সঘনে তাহারা,
মাতিবে সমরে হয়ে মাতোয়ারা ;
গাইবে সমরে, ধরি তরবারে,
‘জয় জয় তারা দুঃখতাপ হরা’।”

“গভীর নিনাদে যখন বাজা'ব,
নভ-ভেদী শৃঙ্গ ; যখন নাদিব
‘জয় জয় বলি, অসি ধনু তুলি,
মাতরে সমরে। যবে আশ্বাসিব”

“ভারত তনয়ে মাতিতে সমরে,
তখনি অমনি পুরিয়ে অম্বরে,

বীণা সপ্তস্বরা, মন-প্রাণ হরা,
বাজিয়ে উঠিবে সবে সমস্বরে।"

"তাই বলি সই, চল রাজ স্থানে,
জ্বলিছে হৃদয় পিপাসা-দহনে ;
চল রাজস্থানে, নরলোহ দানে,
তুষিবে সবাই আনন্দিত মনে।"

"এখানে থাকিলে বাড়িবে যাতনা,
বাড়িবে সুধুই মরম বেদনা ;
জ্বলিবে নিয়ত, দহিবে এ চিত,
অন্তর অনল ; হৃদি যুড়া'বে না।"

নীরবিলা উমা গণেন্দ্র-জননী,
সহসা হইল চঞ্চল পরাণী ;
কহিল বিজয়া, চাহিয়ে অভয়া,
মধুর স্বরেতে কোকিল-গঞ্জিনী:—

"চল সই যদি পরাণ চঞ্চল,
নিশীথিনী বুঝি ওই বা পোহা'ল ;
আসি অন্য দিন, ভ্রমিব ভুবন,
কৈলাশ শিখরে চল ফিরে চল।"

নীরব বিজয়া ; ক্ষণকাল পরে,
কহিলা অভয়া, শোক পূর্ণ-স্বরে ;—

"যাও সখি যাও, গৃহে ফিরে যাও,
যা'ব না এখন ফিরিয়ে আগারে।"

"আজি এ ভারতে একাকী ভ্রমিব,
জয় জয় রবে, সবারে মাতাব ;
আপনি মাতিব, পরাণ যুড়াব,
স্বাধীন সঙ্গীত ভারতে গাহিব।"

এত বলি সতী চঞ্চল চরণে,
পশিতে উদ্যতা সুদূর গগনে ;
বিজয়া তাহেরে, চিন্তাকুল স্বরে,
কহিল শ্যামারে আকুল পরাণে:—

"দাঁড়াও স্বজনি কোথা একা যাবে,
হেথা আসি কেন সখীরে ত্যজিবে ?
যাইবে বিজয়া, প্রিয় সখী জয়া,
তব সনে হায়, তুমি যেথা যাবে।"

কহিতে কহিতে সবাই অম্বরে,
পশিল ধীরেতে চিন্তিত অন্তরে ;
ধরাতলে বিভা, অপরূপ শোভা,
দেখিতে দেখিতে মিশাইল ধীরে।

নীরবতা পুনঃ ধীরি ধীরি ধীরি,
পশিল রে মধুময় ভাব ধরি ;

কিন্তু ক্ষণ তরে, সুদূর অম্বরে,
এই ক'টী কথা ভূতলেতে উরি,
হল প্রতিধ্বনি মধুর স্বননে:—
"কুরুক্ষেত্র বাসী দেখরে নয়নে ;
দেখ একবার, ফেলি আঁখিধার
তোদের জননী যায় রাজস্থানে।"

"এসেছিনু হেঁথা তৃষা নিভাবারে,
অন্তর বাসনা রহিল অন্তরে ;
তৃষা না নিভা'লি, প্রাণ না যুড়ালি,
যাই চলি যাই ভাসি আঁখি নীরে।"

"ঘুমে মত্ত হয়ে রহিলি পড়িয়ে,
থাক রে সবাই বিভোরে ঘুমায়ে ;
উদিলে সুদিন, মাতাস ভুবন,
রণবাদ্য নাদে-গগন ভরিয়ে।"

সহসা মধুর আরাব মিশাল,
শ্যামা অশ্রুধার ধরায় ঝুরিল ;
পল্লব কাঁপিল, বিটপী দুলিল,
ধীরে ধীরে নিশি পোহাতে লাগিল।

—(:০:)—

ইতি দ্বিতীয় সর্গ

মহাত্মা কাব্য।

তৃতীয় সর্গ।

—(-ঃ-)—

পোহাইছে বিভাবরী। ধীরে ধীরে ধীরে
নিবিড় তমসা ছায়া, যেতেছে চলিয়ে ;
মিশিতেছে ধীরে, অনন্ত গগন-পথে।
ধীরে ধীরে জাগে বিশাল অবনীতল ;
জাগিছে পাদপরাজি সুরম্য উদ্যানে,
নয়ন-রঞ্জন চারু ; অথবা নিবিড়
গহনে। জাগিছে ব্রততীদাম, সুচারু
ফুল তরুচয় ; ধীরে ধীরে নিদ্রা ত্যজি,
জাগিতেছে ফুলকুল,—চাহিছে মধুরে
কোমল নয়ন খুলি, অম্বরের পানে,
কভু বা প্রান্তর পারে, হাসি মৃদু মৃদু ;
ঢলিয়ে পড়িছে কভু নিদ্রার অলসে।
মুদিছে নয়ন সরে সুচারু কুমুদী,
বিরস বদনে মরি, নিদ্রার অলসে।
ফুটিতেছে কমলিনী ভানু-প্রিয়া সতী
নয়ন বিকাশি, নিশারে নীহারে মরি,

ভাসা'য়ে হৃদয় ; তিতি যেন অশ্রুনীরে
ভানুর বিরহে, অনন্ত যামিনী সতী।
সহসা উরিলা এবে সখীগণ সহ
হরজায়া নগবালা, নয়ন রঞ্জন
আরাবলী নগোপরে ধীরে ধীরে ধীরে ;
শোভিল চরণ-তলে চারু রণাঙ্গন
হলদিঘাট ; সুচারু উষার আলোকে
হইয়ে মণ্ডিত পাদপ বেষ্টিত চারু,
নীরব নিথর সব মরুভূ সমান।
কতক্ষণ পরে গভীর আরাবে পুনঃ,
বাজাইলা শৃঙ্গবর ভেদি ব্যোম-পথে
ব্যোমকেশ-জায়া ; 'জয় জয়' রবে ঘন
ভরি কণ্ঠ, সমস্বরে, কোকিল-নাদিনী
গাইল বিজয়া জয়া ; হ'ল প্রতিধ্বনি।
নীরবিল শৃঙ্গবর ; মধুর আরাব,
'জয় জয়' স্বন মিশাইল নভদেশে।
সহসা বিষাদ-ঘন আবরিল আসি
শ্যামা-হৃদাকাশ ; অধৈর্য হ'ল চিত,
ঝরিয়ে পড়িল ভূমে ঘন-বারি প্রায়—
আঁখি বারি। বহিল হৃদয়ে ধীরে ধীরে
স্রোতস্বতী প্রায় ; গভীর মরম-দেশ
দুঃখ শরাঘাতে ঘন, হ'ল রে বিকল।

অনিবার অশ্রুধার ঝরিতে লাগিল ;
দাঁড়ায়ে রহিলা শ্যামা পাগলিনী প্রায়
নির্ব্বাক হইয়ে। দাঁড়ায়ে রহিল জয়া
বিজয়া সুন্দরী, নীরবে অস্পন্দ ভাবে
শ্যামা সহ, নদীতটে ; খরশাণ অসি
পড়িল ভূতল তলে ; শ্যামা দুঃখ সহ
নব দুঃখ-রাশি আসি, দোঁহার হৃদয়
করিল চঞ্চল ;—বহিল নয়নে ধার।
ধীরে ধীরে ধীরে পশিল অবনীধামে
সুখময়ী উষা-সতী, লুকাল গগনে
অনন্ত তারকা মালা, যেন বা সভয়ে,
অথবা ঘুমের ঘোরে লভিতে বিরাম,
নিজ নিজ নিকেতনে পশিল হরষে
সবে, খুলি রাখি হীরক-মুকুট রাজি।
লুকাল তমসা-জাল ; স্বনিল সমীর
শন্ শন্ স্বরে, চুম্বি ধীরে ফুলরাজি,
কাঁপাইয়ে কিসলয়, তুলিয়ে তরঙ্গ
স্রোতস্বতী নীরে মৃদুল মৃদুল মরি !
জাগিল বিহগকুল অনিল পরশে ;
ত্যজিয়ে কুলায় কেহ উঠি ব্যোম-পথে,
ছড়াইল সুধাধার, গাইল চাতক,
অনস্বর গায় মিশি, গাইল পাপিয়া,

শ্যামা, মধুময় তানে, বিভুগুণ গান ;
জাগিয়ে উঠিল যেন অনন্ত অবনী।
চমকিলা নগবালা, হেরিলা নয়নে,
পশিয়াছে ধরাধামে চারু উষা-সতী ;
রয়েছে দাঁড়ায়ে পাশে, প্রিয় সখী জয়া
বিজয়া ; বহিছে ঘন নয়নাশ্রুধার
তিতিয়ে বসুধাতল, প'ড়ে আছে অসি
ভূতলে লুটিয়ে, হ'য়ে চারু করচ্যুত।
ক্ষণ তরে পুনঃ সতী মুদিলা নয়ন,
আবার পশিল দুখ মরম মাঝারে।
চাহিয়ে বিজয়া জয়া কতক্ষণ পরে
সুধিলা শ্যামারে সুধাকণ্ঠে:—"কহ দেবী
র'বে কতক্ষণ আর বল রাজস্থানে ;
হের আঁখি মেলি সই, আগত প্রদোষ,
বিগতা-শশাঙ্ক প্রিয়া ; উদিছে দিনেশ
বিকাশি মধুর কর রঞ্জি প্রাচীদিশি ;
প্রভাত সমীর বয়, কূজনে বিহগ।
চল যদি অভিলাষ পরাণ-স্বজনি,
আবাসে যাইলো ফিরি, বিলম্বেতে আর
নাহি প্রয়োজন হেথা।" উন্মিলি নয়ন
উত্তরিলা সতী, উদ্দেশি বিজয়া সখী:—
"নাহি যাঁ'ব এবে কভু ফিরিয়ে আলয়ে,

যাও দোঁহে ইচ্ছা যদি ; যুড়াব পিপাসা,
যুড়াব জীবন জ্বালা জাগায়ে জগতে।"
কতক্ষণ পরে সুধার সুধারে জয়া
সুধিলা শ্যামারে:—"যদি নাহি যাবে দেবি
কৈলাশে, নেহার নয়নে পোহায় নিশি
চারু তমময়ী, উজলিছে প্রাচীপ্রান্ত
কনক-কিরণ তমজাল বিনাশিয়ে ;
কর ইচ্ছা যাহা হয় তন্ময়ী অভয়া।"
নীরবিলা জয়া ; কতক্ষণ পরে শ্যামা
কহিলা উৎসাহে মাতি ;—"এই দেখ জয়া
আবার আঁধারে ঘোর ঢাকিরে ধরণী,
ডুবা'য়ে তপনে নব চারু নভ-কোলে।"
এত বলি শ্যামা রাতুল চরণ যুগে
ধরণী হৃদয়োপরে প্রহারি সবলে
চাহিলা ভ্রূকুটী-অঙ্কে দূর নভদেশে ;
তুলিলা কৃপাণ শূন্যে, জয় জয় রবে
করে ধরি শৃঙ্গবর নাদিলা ভৈরবে।
সহসা টলিল পৃথ্বী চরণ প্রহারে ;
নিবিড় নীরদ দাম আসিয়ে সঘনে
ছাইল গগনকায়, গভীর নিস্বনে
উঠিল গরজি ; চমকিল ক্ষণ প্রভা
কাদম্বিনী ক্রোড়ে ঘন উজলি অম্বর

বিকাশি চঞ্চল ছটা। নভ-প্রান্তদেশে
ছিল তম লুকাইয়া তপন শঙ্কায়,
অভয়া ঈক্ষণে বেগে পশিল ধরায়,
জল-স্থল-শূন্যপথ ছাইল ত্বরিতে,
আঁধারে পূরিল দিশি, না চলে নয়ন।
চমকিল তারারাজি ঘুম ঘোরে পুনঃ
গগন বিতানে, জাগিয়ে উঠিল ক্ষণ-
পরে, ভীম প্রভঞ্জন বহিল সঘনে
ছিঁড়ি কিসলয় দল, চারু ফুলকলি
নয়ন রঞ্জন, উপাড়িয়ে মহীরুহ,
উড়াইয়ে ভীম বেগে চারু ধ্বজ চয়
দূর সৌধ-শির হ'তে, সুদূর নগরে;
নিভাইয়ে হায়, উজলিত দীপাবলী
কুসুম ভূষিত চারু-রাজ-মার্গ মাঝে।
সহসা কিরণমালী ডুবিল গগনে,
নিবারিয়ে নব কর নবীন বয়সে।
সহসা প্রলয় কাল উদিল জগতে;
চমকিল বিশ্ববাসী সশঙ্ক হৃদয়ে,
উথলিল সিন্ধু জল, চমকিল নভে
বৈজয়ন্ত ধামে নির্ভীক অমর কুল,
প্রকৃতি মূরতী হেরি জগত মাঝারে;
সশঙ্কে স্মরিল সবে শঙ্কট তারণ

কেশব-চরণ যুগ প্রণমি উদ্দেশে।
ভয়াকুল জীবকুল পশিল আবাসে,
নীরবিত মধুময় সংগীতের তান
গগন বিতানে ; সহসা বিহগচয়
আকুল অন্তরে নেহারি আঁধার ঘোর,
ত্যজি গীত কেহ পশিল কুলায় মাঝে,
কাহার ধাঁধিল আঁখি দামিনী প্রভায়,
মোহিত হইয়ে কেহ পড়িল ভূতলে,—
ভীষণ কুলিশ-নাদে, হরিল চেতনা।
ভীম প্রভঞ্জন বলে কেহবা উড়িয়ে,
পড়িয়ে তটিনী নীরে হারা'ল জীবন।
ঘন ঘন নভ পথে স্বনিল পবন
গভীর হুঙ্কারে, জগত তাড়না করি ;
কুলিশ নিচয় ঘন, কড় কড় রবে
ব'ধিরি শ্রবণ-যুগ পড়িল ভূতলে।
হানিল নীরদ দাম সঘনে দামিনী
আঁখি পথে, মড় মড়ি চুম্বিল ভূতল
তরুচয়, সহ কিসলয়, চারু ফুল ফল।
সঘনে বসুধা সতী লাগিল কাঁপিতে।
সহসা ডুবায়ে ঘোর প্রভঞ্জন স্বনে,
কুলিশ আরবে, বাম করে শৃঙ্গবর
ধরি শ্যামা, বাজাইলা ভীমতম রূপ,

বামেতর করে খরশাণ অসিবর,
মরতে বিজলি প্রায় ঘুরিল সঘনে
বিতরি চঞ্চল ছটা, উপহাসি যেন
গগন-চপলা নিবিড় নীরদ-অঙ্কে।
গাইল বিজয়া জয়া মিলি সমস্বরে—

"জাগ জাগ আজ ভারত সন্তান,
জননীরে সবে কর লোহদান,
জাগ রাজস্থান, জগত প্রধান,
রাখ আজি উঠে জননীর মান।"

"দেখ আজি উঠে দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
তোদের জননী তৃষিত অন্তরে;
যাচিছে শোণিত, যুড়াবারে চিত,
দেখ একবার উঠিয়ে দেখরে।"

"জননী-নয়নে ঝরে অশ্রুধার,
দেখরে চাহিয়ে দেখ একবার;
এতে ও কি হায়, না দহে হৃদয়,
না পরশে দাব উৎসাহ-আগার?"

"তোরাইনা তা'রা নির্ভীক অন্তরে,
'তারা তারা' ব'লে সবে তার স্বরে,

ভেদিয়ে গগন, তুলিয়ে কেতন,
মাতিতিস রণে অসি ধরি করে ?"

"কুমারিকা হতে হীমাদ্রীর শিরে,
তোরাইনা তা'রা জয় জয় স্বরে,
জয়কেতু তুলি, প্রাণ মন খুলি,
গাইতিস সদা অসি করে ধ'রে।"

"তোদেরি না শিরে কিরীট উজল,
করিত সতত ঝল ঝল ঝল ;
নয়ন ধাঁধিত, ভারত ভাসিত,
প্রতাপে ধরণী হ'ত রে চঞ্চল ?"

"উঠ উঠ সবে তজিয়ে শয়ন,
খোল একবার জ্ঞানের নয়ন ;
দেখ একবার, সকলি আঁধার,
ভীষণ আঁধারে সকলি মগন।"

"ঘুমে থেকে উঠে খোল সবে অসি,
এখনি গগনে তমজাল নাশি,
উদিবে তপন, হেমের বরণ,
হাসিতে হাসিতে বিভাতি বিকাশি।"

"বাজিবে যখন রণের বাজন,
'জয় জয়' রব উগারিয়ে ঘন ;

ছুটিবে পবন, তুলিয়ে স্বনন,
আনন্দে উৎসাহে হইয়ে মগন।"

"যখন মাতিবি সবাই সমরে,
খরশাণ অসি শরাসন ধরে,
ভুলি দেহ আশ, করি অরি নাশ,
গাইবি যখন জয় জয় স্বরে,"

"যদি হয় তাহে হৃদি হীনবল,
যদি বা পরাণ হয় রে চঞ্চল;
যদি তাতে হায়, ভাঙ্গে রে হৃদয়,
কিসে দুঃখ তায় বল দেখি বল?"

"কর হ'তে পড়ে যদি অসি খ'সে,
হৃদয়ের জ্যোতি দুখ-তম নাশে;
কিসে দুঃখ তায়, পূরিবে হৃদয়,
অমনি, তখনি, ত্রিদিব-বিভাসে।"

"ত্রিদিব বিভায় হৃদয় ভরিবে,
দুঃখতম রাশি মিলাইয়ে যা'বে;
উজলতা ময়, সুচারু ছটায়,
হৃদি-অন্তঃস্থল আলোকিত হবে।"

"যবে রণে সবে হয়ে প্রপীড়িত,
ডাকিবি মায়েরে,—"কোথা কোথা মাতঃ,

দাও দরশন, দাও মা চরণ,
যুড়াও জননি এতাপিত চিত,"

"তখনি জননী ল'বে কোলে তুলে,
সকল যাতনা যা'বি তবে ভুলে ;
লভিবি বিরাম, যুড়াবে মরম,
ঘুমাবি তখন জননীর কোলে।"

"যবে মাতি সবে সমর মাঝারে,
ভেদিবি গগন, জয় জয় স্বরে ;
বাজাইবি বীণা, রণের বাজনা,
প্রতিধ্বনি তুলে অনন্ত অম্বরে ;"

"চুম্বিবি যখন অসিরে আদরে,
গাইবি যখন সুধার সুধারে ;
থুইবি হৃদয়ে, শরাসন লয়ে,
আনন্দের স্রোত বহিবে অন্তরে ;"

"উদ্দেশে যখন শির নত করে,
'তারা তারা' বলি হরষ অন্তরে,
নমিবি চরণে, মধুময় তানে,
তুষিবারে মায়ে, তুষিতে অন্তরে।"

"তখনি অমনি ধীরি ধীরি ধীরি,
বহিবে সমীর মৃদুল সঞ্চরি,

দোলায়ে কেতন, নয়ন মোহন,
চারু মধুময় নব বেশ ধরি।"

"হবে শিরোপ'রে পুষ্প বরিষণ,
বৈজয়ন্ত ধামে গা'বে সুরগণ;
মধুময়ী গান, তুলিয়ে সুতান,
সুধার স্বননে ভরিবে গগন।"

"তখন তপন আরো উজলিবে,
পরিমলময় সমীর স্বনিবে;
বিহগ নিচয়, ভরিয়ে হৃদয়,
আরো মধুসুরে গগন কাঁপাবে।"

"তখন জগত গৌরব-বিভায়,
আরো বিভাসিত হবেরে নিশ্চয়;
হবে বিভাসিত, ভারতেরি চিত,
বিভাসিত হবে নভ সে ছটায়।"

"মুকুটের মণি হবে উজলিত,
মাতিবে উৎসাহে সবাকার চিত;
গাইবে জগত, এ বিজয় গীত,
জয়কেতু নভে হবে হিল্লোলিত।"

"উজলিবে, অসি হরষে পিধানে,
সে বিভা কভু বা উঠিবে গগনে;

চারু শরাসন, হবে সংঘর্ষণ,
ছাইবে গগন কলম্ব-কিরণে।"

"শর তূণাশ্রিত হয়ে না রহিবে,
শন্ শন্ রবে গগনে উড়িবে;
ধাঁধিবে নয়ন, চপলা কিরণ,
রণবাদ্য শব্দ প্রতিধ্বনি হ'বে।"

"তবে কেন আর বল আর্য্যগণ,
এখন রহিলে ঘুমে অচেতন;
জাগ একবার, জয় জয় ধার,
ছড়াও গগণে ভরি প্রাণ-মন।"

"ঝটিকা হেরিয়ে কেন ভীত মন,
এ নহে ঝটিকা সৌভাগ্য লক্ষণ;
ওই যে চপলা, নভে করে খেলা,
ওরে হেরি কেন ধাঁধেরে নয়ন।"

"ওই যে চপলা গগনে ঝকিছে,
মৃদু মৃদু হাসি ভারতে কহিছে;—
"ছুটাও ভারতে; মাতাইয়ে চিত্তে,
জলন্ত চপলা" তেঁই সে হাসিছে।"

"ওই যে পবন তুলিছে স্বনন,
যাহার প্রতাপে কাঁপিছে গগন;

ওর ভয়ে কেন, বল ভীত মন,
কেন রে হ'তেছে শরীর কম্পন।"

"ওতো সুধু হায় তুলিয়ে স্বনন,
উগারিয়ে ঘন জ্বলন্ত বচন,
কহিছে গম্ভীরে,—'ভারত মাঝারে,
বহাও বহাও সংগ্রাম পবন।"

"ওই যে নীরদ গগনেরি কোলে,
রয়েছে দাঁড়ায়ে ঘন তম ঢেলে ;
হের রে সে ঘন, নয়ন রঞ্জন,
হের একবার আঁখিযুগ খুলে।"

"এতো সে নীরদ কভু হায়, নয়,
ছায়নি তো' এতে গগন-হৃদয় ;
এ যে সুধু হায়, ভবিষ্য ছায়ায়,
ছেয়েছে ছেয়েছে দূর নভ-কায়।

"ওই যে অশনি হতেছে পতন,
কাঁপায়ে সঘনে ধরণী, গগণ,
সুধু হায় বলে, 'মন প্রাণ খুলে
কর সবে কর স্বাধীন গৰ্জ্জন।"

"গগনেরি প্রায় অশনি-নিস্বন,
হোক রে ভারতে কাঁপায়ে গগন.

জয় জয় রবে, পূরে নীল নভে,
হোক রে ভারতে মৃগেন্দ্র নিস্বন।"

"তাই বলি আজ জাগ রাজস্থান,
রাখ সবে রাখ জননীর মান;
লহ উপদেশ, ছাড় নিদ্রাবেশ,
জননীরে কর নরলোহ দান।"

"মোহের শয্যাতে কি হবে ঘুমালে,
কি হবে বল রে আঁখি মুদে র'লে?
খোল আঁখি খোল, তোল শির তোল,
গাও সবে গাও জয় জয় ব'লে।"

"অনন্ত গগনে সে মধুর ধ্বনি;
দিবস যামিনী হোক প্রতিধ্বনি;
পর্ব্বত কন্দরে, কাননে, শিখরে,
হোক প্রবাহিত জয় জয় ধ্বনি।"

"হোক প্রধাবিত সে সুরব ল'য়ে,
সুচারু তটিনী আনন্দ হৃদয়ে;
বহুক অনীল, মৃদুল মৃদুল,
সে সুস্বন দূরে লয়ে যাক ব'য়ে।"

"জাগরে ভারত, চারু রাজস্থান,
জগতী তলেতে সুখময় স্থান;

শান্তি নিকেতন, হৃদয় রঞ্জন,
রাখ সবে উঠি মাতার সম্মান ।"

"তোরা যদি আজ রহিবি ঘুমায়ে,
মোহের শয়নে নয়ন মুদিয়ে,
তাহলে কি আজ, অসভ্য সমাজ,
উঠিবে জাগিয়ে কৃপাণ খুলিয়ে ?"

"তা'রা কিরে আজ জননী-চরণ,
পূজিতে পারিবে ছিটায়ে চন্দন ;—
হৃদয় চন্দন, ভরি প্রাণ মন ;
পারিবে কি আজ যুড়াতে জীবন ?"

"তাই বলি পুনঃ জাগ রাজস্থান,
জাগ সবে জাগ ভারত সন্তান ;
থেকোনা ঘুমায়ে, অলস হৃদয়ে,
জাগ একবার ধররে কৃপান ।"

নীরবিলা জয়া বিজয়া সুন্দরী ;
অনিল পবন শন্ শন্ করি ;
কতক্ষন পরে, ধীরে ধীরে ধীরে,
আবার উঠিল মধুর লহরী ।

সুধিলা বিজয়া অভয়া বামারে,—
বরষিয়ে সুধা সুধামাখা স্বরেঃ—

"বল আজি সই, রাজস্থান কই,
কেনবা সকলি নীরব রয় রে।"

"কেনবা সবাই মৃত প্রায় হ'য়ে,
বললো স্বজনি রয়েছে ঘুমায়ে ;
গভীর ঝঙ্কারে, কেন সমস্বরে,
না বাজে বাঁশরী পরাণ মাতায়ে ?"

"জাগাও স্বজনি তুমি রাজস্থান,
জাগাও সবারে করি জয় গান ;
ভেদি নভদেশ, দাও উপদেশ,
গভীর ঝঙ্কারে মাতায়ে পরাণ।"

"এস সবে মিলি আবার যতনে
জাগাই আজিকে প্রিয় রাজস্থানে ;
'জয় জয়' রবে, মাতাইয়ে সবে,
মাতিব সবাই তাহাদের সনে।"

"শয্যা ত্যজি উঠি যবে তারা সবে,
সমর সাগরে জীবন ভাসা'বে, ;
ধরিয়ে কৃপান, গাবে জয় গান,
সখি তোমা স্মরি আনন্দে মাতিবে।

"তবে সবে মোরা সমরে পশিব,
অসি করে ধরি অরাতি দলিব ;

'জয় জয়' স্বনে, সখি তোমা সনে,
সুখেতে মাতিয়ে নরলোহ পিব।"

"তাই বলি সই জাগাও সবারে,
জাগাও সবারে উৎসাহে ঝঙ্কারে;
শৃঙ্গ করে ধ'রে, নভভেদ করে,
ভাসাও হৃদয় উৎসাহ সাগরে।"

নীরব বিজয়া; কতক্ষণ পরে
চাহিলা অভয়া ধীরে ধীরে ধীরে;
উতপ্ত নিশ্বাস, বহিল বাতাস,
কহিলা শেষেতে মধুময় স্বরেঃ—

"তাই আয় সই আজ সবে মিলি,
জাগাই ভারতে, আয় সবে তুলি;
শৃঙ্গের ঝঙ্কারে, সুধার সুধারে,
আয় সবে গাই জয় জয় বলি।"

"নিদ্রিত ভারতে গভীর নীশিথে,
আয়রে জাগায়ে, সবাকার চিতে,
ধীরি ধীরি ধীরি, উৎসাহের বারি,
আয় সবে মিলে লাগিরে সিঞ্চিতে।"

"তাহ'লে ভারতে সবাই জাগিবে,
ধীরি ধীরি সবে চেতনা লভিবে;

ত্যজিয়ে শয়ন, বাজায়ে বাজন,
অসি করে ধরে সমরে নাচিবে।"

এত বলি তারা হয়ে মাতোয়ারা,
করেতে ধরিয়ে অসি খরধারা,
শৃঙ্গ বাজাইলা, আপনি মাতিলা,
অনন্ত অম্বরে কাঁপাইয়ে তারা।

শৃঙ্গের নিনাদ কাঁপিল গগন,
মুহুর্ত্তের তরে নীরব পবন,
লুকাল দামিনী, গগন রঙ্গিনী,
কাদম্বিনী কোলে মুদিয়ে নয়ন।

শন শন করি ঘুরিল রে অসি,
খসিতে লাগিল ঘন বিভা-রাশি,
ধ্বকিল নয়ন, ঘন ঘন ঘন,
যেন বা গভীর তমজাল নাশি।

সহসা অভয়া মাতিয়ে উল্লাসে,
উজলিয়ে দিশি স্বীয় রূপ ভাসে,
কহিলা সবারে, উৎসাহ ঝঙ্কারে,
পুরাতে বাসনা মিটাইতে আশে ঃ—

"জাগ রাজস্থানে প্রাণের তনয়;
জাগিয়ে উঠিয়ে গাও জয় জয়;

সমস্বরে মিলি, এ জগত ভুলি,
গাও একবার স্বাধীনতা জয়।"

"কত দিন হায় সে মধুর স্বর,
উঠেনি ভারতে কাঁপায়ে অম্বর;
পূরিয়ে হৃদয়, জ্বালিয়ে নিলয়,
শুনেনিকো মোর শ্রবণ নিচয়।"

"উঠ ত্যজি সবে আলস্য,-শয়ন,
ধররে ধররে জননী বচন;
উন্মিলি নয়ন, ভারত নন্দন,
স্বাধীন সঙ্গীতে মাতাও জীবন।"

"উঠ বীরগণ, জাগরে চরণ,
বাজাও রে বীণা ভরি প্রাণ মন;
গভীর ঝঙ্কারে, সপ্তস্বরা ধরে,
মধুময় তানে পূর রে গগন।

"কেন বীরগণ ঘুমাও বৃথায়,
কোষে অসি কেন বিভোর নিদ্রায়;
তূণীরেতে কেন, শর অগনন,
রয়েছে পড়িয়ে লুটায়ে ধুলায়।"

"স্বাধীন কেতন পড়িয়ে ধূলিতে,
অৰ্দ্ধেন্দু শোভিত ধ্বজ নভ পথে,

কেন বা উড়িছে, সমীরে স্বনিছে,
চাহিয়ে বিমানে হরষিত চিত ?”

“আর্য্যকেতু হায়, ধূলাতে লুটায়,
রতন খচিত ছিন্ন চারু কায় ;
উজ্জ্বল রতন, বিতরি কিরণ,
পরকেতু, পরে কেন শোভা পায় ?”

“মস্তকের মণি হৃদয়ের ধন,
অরি-করে কিরে করিয়ে অর্পণ,
ঘুমাস বিভোরে, বৃথা স্বপ্ন হেরে,
মায়ার প্রভাবে মুদিয়ে নয়ন ?”

“জাগ রাজস্থান জাগ একবার,
ছড়াও ভারতে অমৃতের ধার ;
জাগ বীরগণ, ভারত নন্দন,
জাগ সবে ধরি অসি খরধার।”

“জাগ বাপ্পারাও অসম সাহসী,
নাচরে সমরে করে ধরি অসি ;
জাগ রায়মল্ল, বীর জয়মল্ল,
মাতরে সমরে অরিদল নাশি।”

“যে বীরত্ব সবে দেখায়ে সমরে,
রেখেছ কীরতি ভুবন মাঝারে,

অনন্তের তরে, জ্বলন্ত অক্ষরে;
সে বীর্য্য আজিকে দেখারে আমারে।"

"কোথায় আজিকে প্রিয় পৃথুরায়,
ভারত রতন প্রাণের তনয়;
যে শৌর্য্য প্রকাশি, অরিদল নাশি,
স্বাধীনতা তরে জ্বালিলে নিলয়;

"শোণিত প্রবাহে ভাসালে ধরণী,
ভারত-জননী-চরণ দুখানি;
পূজিলে যতনে, হৃদি-লোহ দানে,
পশিলে ত্রিদীবে ত্যজিয়ে ধরণী।"

"পশিলে ত্রিদিবে ত্যজিয়ে ধরায়,
উজল রতনে শোভিয়ে হৃদয়;
কুসুম-আসার, ধরি শিরো'পর,
কুসুমেরি মালা পরিয়ে গলায়;

"সে মহত্ত্ব আজ দেখারে বাছনি,
চাহিছে দেখিতে তোদের জননী;
গভীর ঝঙ্কারে, বাজারে ভেরীরে,
শুনে হোক যায় সুখীত পরাণী।"

"তুমিও প্রতাপ জাগ জাগ আজি,
এস রে সবাই রণসাজে সাজি;

সমস্বরে মিলে, হৃদি প্রাণ খুলে,
গাও গীত, ধ'রে জয়কেতু রাজি।"

"জাগ বীরাঙ্গনা ভারত ললনা,
গাও সুখে, করে ধরি চারু বীণা;
অন্য করে ধ'রে, শাণিত অসিরে,
নাচরে সমরে বাজায়ে বাজনা।"

"জাগ পুত্র জাগ জাগ রে বাদল,
কৃপান ধরিয়ে নাশ অরিদল;
সুকোমল করে, জয়কেতু ধরে,
ধরি অসি ধনু নাশ অরিদল।"

"হিমাদ্রী হইতে দূর সিন্ধুপারে,
বহুক সমীর জয় জয় স্বরে;
উড়ুক কেতন, রণের বাজন,
বাজুক নিয়ত মন-প্রাণ-হরে।"

"উঠ জাগি সবে নিভারে যাতনা,
যুড়ারে মোর এ অন্তর বেদনা;
নিভারে তুষারে, বিষম তুষারে,
আর যে এ জ্বালা হৃদয়ে সয়না।"

"হয়েছে চঞ্চল অচঞ্চল প্রাণ,
দূর চঞ্চলতা করি লোহদান;

ঢাল ঢাল ঢাল, নরলোহ ঢাল,
অন্তর অনলে কররে নির্ব্বাণ।”

নীরবিলা উমা কতক্ষণ তরে,
শৃঙ্গবম্ব বর উঠিল অম্বরে;
আবার ভবানী, ভবের ভাবিনী,
গাইল উল্লাসে মধুময় স্বরে,—

“এখনো নীরব কেন রাজস্থান,
এখনো সবার হৃদি কেন ম্লান;
জয় জয় রবে, পূরে নীল নভে,
কেন নাহি ঘুরে অসি খরশাণ?”

“এখনো না বাজে কেন সে বাজনা,
কেন না ঝঙ্কারে সপ্তস্বরা বীণা;
রাজস্থান কেন, সুখ নিকেতন,
সে নিনাদ সহ আজিকে মাতেনা?”

“গভীর শবদে তোপ অগনন,
সধূম অনল কহ কি কারণ;
নাহিরে উগারে, কাঁপায়ে ধরারে,
উগারিয়ে ঘন জ্বলন্ত বচন?”

“গজ বাজী রাজি কেন রে সমরে,
মাতেনা আজিকে গভীর হুঙ্কারে;

সিংহনাদে কেন, কাঁপে না গগন,
রণ ভেরী তূরী কেন না বাজেরে ?"

" কেন আজ বল পূর্ব্বের মতন,
রাজস্থানে আর বাজে না বাজন ;
মধুর ঝঙ্কারে , রাজ-মার্গ'পরে,
কেন নাহি গায় বলরে চরণ ?"

" ওই সৌধমালা বিরাজে নগরে,
ওই চারু হাসি হাসিছে দেখরে ;
ওই উপবন, নয়ন মোহন,
রয়েছে দাঁড়ায়ে সোহাগের ভরে।"

" ওই দূরে জাগে নিবিড় কানন,
তমসে আবৃত মূরতী-ভীষণ ,
ঝর ঝর ঝরে, নির্ঝরিনী ঝরে,
ওই যে দাঁড়ায়ে সেই দ্রুমগণ।"

" গগন ভালেতে ওই শোভে তারা,
দেখরে দেখরে যেন দিশাহারা ;
ওই যে পবন, তুলিছে স্বনন,
বহিছে যেন রে হয়ে জ্ঞান হারা "

" ওই যে তটিনী বহিছে কল্লোলে,
দিবস যামিনী জলরাশি ঢেলে ;

সুনীল অম্বরে, উজল তারারে,
নানা মেঘরাশি, করি নিজ কোলে।"

"কিন্তু কোথা আজি সে রূপ বিভাস,
কোথা বা আজিকে সে স্বাধীন-হাস,
কোথারে সে ছটা, অপরূপ ঘটা,
কোথা বা আজিকে প্রকৃতি বিকাস।"

"একদিন ওই সুদূর নগরে,
বাজিতরে বীণা ললনার করে;
মধুময়ী তান, পরশি বিমান,
উঠিত নিয়ত মধুময় স্বরে।"

"গাইত ললনা বীণারে বাজাত,
মন-প্রাণ খুলি স্বাধীন সঙ্গীত;
গাইত নিয়ত, পরাণ মাতাত,
সমীর সে স্বর হরষে বহিত।"

"দূর প্রাসেদেতে তোপের নিস্বন,
হ'তরে নিয়ত ভেদিয়ে গগন;
লক্ষ লক্ষ অসি, তমজাল নাশি,
থাকিত নিয়ত বিস্তারি বদন।"

"রণের বাজন নিয়ত বাজিত,
সবার হৃদয় সুখেতে ভাসাত;

ছ

রাজপুতগণ, উড়ায়ে কেতন,
জয় জয় বলি গগন কাঁপাত।”

“ওই শৈল শৃঙ্গে বসিয়ে চরণ,
ধরি সপ্তস্বরা শ্রবণ রঞ্জন;
নির্ঝরিণী পাশে, আনন্দেতে ভেসে
স্বাধীন সঙ্গীত গাইত যখন,

“হৃদয়ের সনে বীণারে মিলায়ে,
গগন পথেতে সুতান তুলিয়ে;
নির্ঝরিনী বারি, সহ ধীরি ধীরি'
পূরুক সবার হৃদয় কামনা।”
“যবেরে চরণ মাতিয়ে হৃদয়ে,
সুধা মাখা ধারা গগনে তুলিয়ে,
পরাণের সনে, বাজাইয়ে বীণে,
গাইত যখন গৌরব স্মরিয়ে।”

“তখন গগনে তারা উজলিত,
ক্ষত্রিয় পরাণ প্রেমেতে ভাসিত;
হৃদয়ের স্তরে, অন্তর মাঝারে,
সে স্বাধীন গীতি মাত্তায়ে তুলিত।”

“গভীর উৎসাহে ধ্বকিত নয়ন,
সে স্বাধীন স্বর মাতা'ত জীবন;

জয় জয় স্বরে, মনোপ্রাণ ভরে,
গাইত উল্লাসে রাজপুতগণ।"

"সে উল্লাস সই ভাসায়ে জীবন,
ধরি করে বীণা নাচিত চরণ;
গৌরবের বারি, ধীরি ধীরি ধীরি,
বহিত নয়নে, অপূর্ব্ব দর্শন।"

"এই রণ স্থলে এক দিন সবে,
গাইত ক্ষত্রিয় জয় জয় রবে;
রণের বাজন, মাতা'য়ে জীবন,
বাজিত রে হায় পূরে নীল নভে।"

"শূন্য পথ হায় ছাইত কৃপাণে,
সুবর্ণ মণ্ডিত স্বাধীন কেতনে;
দূর নভ-তল, হ'তরে উজল,
উজলতাময় অসির কিরণে।"

"এক দিকে হায় রাজপুতগণ,
হইয়ে সবাই হরষিত মন;
মাতাইয়ে চিতে, গৌরব গীতিতে,
পবিত্র সজ্জায় দাঁড়াত চরণ।"

"অন্য দিকে হায় দাঁড়াত অরাতি,
হেরিয়ে ক্ষত্রিয় বদন বিভাতি;

মুদিত নয়ন, উজল কিরণ,
মলিন হইত অরি-মুখ-জ্যোতি।"

"বাজিত যখন রণের বাজন,
রনের বাসনা করিয়ে ঘোষণ;
গাইত চরণ, 'রাজপুতগণ;
রাখ স্বাধীনতা করি প্রাণ পণ।'

"তখন অমনি রাজপুতগণ,
শূন্য পথে সবে তুলিয়ে চরণ;
ধরি শরাসন, খুলিয়ে কৃপান,
'জয় ভারতের জয়' করি গান,

"নভ পানে চাহি—জন্মভূমি পানে,
প্রাণ-আশ ভুলি মাতিত রে রণে;
দলিত অরাতি; হৃদয়ের জ্যোতি,
অস্ত্র-জ্যোতি সহ উঠিত গগনে।"

"অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত কালে,
গাইত ক্ষত্রিয় যবে প্রাণ খুলে;
অম্বরের পানে, তুলিয়ে নয়নে,
ভুলি জীব-আশ, স্বরগ্রাম তুলে—

"যাই চলে যাই জনমের তরে,
জন্মভূমি তোমা আঁখি ভ'রে হেরে;

মিটিল না আশা ; না মিটে পিপাসা,
যাই চলে যাই অতৃপ্ত অন্তরে।

" জন্মভূমি তরে দিনু প্রাণদান,
দিওমা তারিণি চরণেতে স্থান ;
আর নাহি চাই, যাই চলে যাই,
দাও মা জননী চরণেতে স্থান।"

" সে সময় হায় কিবা সুখময়,
উজলিত নভ সে চারু ছটায় ;
মাতিত ক্ষত্রিয়, স্বাধীনতা প্রিয় ;
আরো নব ভাবে পুরিত হৃদয়।

" জাগ তবে জাগ ক্ষত্রিয় সমাজ,
ফেল দূরে দূরে বিলাসের সাজ ;
ধর অসি হাসি, তিমির বিনাশি,
মাতরে সমরে মাত সবে আজ।

" রতন খচিত ধুলায় লুঠিত,
জয়কেতু করে ক'রে উত্তোলিত ;
সিংহের স্বননে, কাঁপায়ে বিমানে,
তোল জয় রব মাতাইয়ে চিত্ত।

" জাগ দূরে দূরে, ভারত সুন্দর,
জাগরে দূরেতে অযোধ্যানগর ;

কমললোচন, ভারত রতন,
জাগ জাগ আজ মাতায়ে অন্তর।

"কি আর হেরিছ বল হে নয়নে,
কি সুখ আর হে আঁকিছ গগনে;
আর কেন বল, থাকহে নিশ্চল,
দেখ একবার মেলিয়ে নয়নে।

"কর্ব্বুর নিকর পশেছে ভারতে,
দলিছে সবারে আপন পদেতে;
দহিছে সকলি, ফুল্ল আশ-কলি,
পড়িছে ভুমেতে হৃদি বৃন্তহ'তে।

"ধরহে শ্রীরাম পুনঃ শরাসন,
করহে মোচন ভারত বন্ধন;
রাক্ষস দলিয়ে, ভারত হৃদয়ে,
ধীরে ধীরে সিঞ্চ শান্তির জীবন।

"হিমাদ্রী হইতে পয়োনিধি পারে,
জাগরে সবাই সচেত অন্তরে;
থেকোনা ঘুমায়ে, নয়ন মুদিয়ে,
জাগ জাগ সবে অসি করে ধ'রে।

"জাগুক ভারত ছুটুক পবন,
শন্ শন্ করি তুলিয়ে স্বনন;

হৃদয় নাচুক, পরাণ মাতুক,
তুলুক সকলে গগনে কেতন।

"জয় জয় বলি বাজুক বাজনা,
ঝম ঝমি হোক অসির ঝঞ্ঝনা;
হাসুক বিজলি, নভদেশে খেলি,
পূরুক সবার হৃদয় কামনা।

নীরব অম্বিকা গাইল বিজয়া,
তা'র সনে ধীরে গাইল রে জয়া;
নাচিল কৃপাণ,—শাণিত কৃপাণ,
তালে তালে তালে তমস দূরিয়া;—

"জাগ জাগ জাগ ভারত আজ,
পর সবে মিলে রণের সাজ;
জাগ জাগ জাগ সবাই আজ,
শিয়রে দাঁড়ায়ে হের মা জননী ডাকেরে।"

"কেনরে ঘুমাস্ বৃথা রে বল্,
হৃদয় হারায়ে, হারা য়ে বল,
তাহের লভিস বলকি ফল,
উঠ উঠ সবে উঠ শয্যা ত্যজি উঠরে।"

নীরবিল দোঁহে নীরব সঙ্গীত,
চাহিল অভয়া তৃষাতুর-চিত;

দূর গ্রাম পানে, সতৃষ্ণ নয়নে,
চাহিলা ক্ষণেক দূর নভভিত।

সহসা বদন মলিন হইল,
নানা শোক জালে হৃদি আবরিল;
পরাণ কাঁদিল, নয়ন সলিল,
নীরবে, নীরবে ঝরিয়ে পড়িল।

কতক্ষণ পরে মুছি আঁখি বারি,
কহিলা অভয়া ধীরি ধীরি ধীরি;
সম্বোধি ভারতে, বিচঞ্চল চিতে,
হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে নিবারি।—

"বুঝেছি ভারতে আজি, সকলি নীরবরে।
মোহের শয়নে আজি সবাই ঘুমায় রে।
পূবব গৌরব-জ্যোতি, আজিরে মলিন অতি,
পূরব সুখের ভানু হৃদাকাশে নাইরে।

"বিশাল ভারত তল তমজালে ঢেকেছে।
ভয়ঙ্করা অমানিশি ভারতেতে উরেছে।
জ্বলিত যে দীপাবলী, হৃদয়-পরাণোজলি,
সে উজ্জল দীপমালা একে একে নিভেছে।

"বাজিত যে রণবাদ্য হৃদি প্রাণ মাতায়ে,
নিনাদিত তুরী ভেরি নভদেশ কাঁপায়ে।

সে সকলি, আজ হায়, চির তরে হ'য়ে লয়,
ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে, আছে ওই পড়িয়ে, ।"

"যা'দের হৃদয়-বলে ধরাতল কাঁপিত,
করে ধ'রে জয়কেতু যারা সদা উড়াত;
সে সব বীরেন্দ্রদলে, বুঝেছি হরেছে কালে
গভীর তিমির জালে ঢাকি হায় ভারত।

"তেঁই আজি শরাসন আছে হায় পড়িয়ে,
তেঁই নাহি বাজে বীণা স্বরগ্রাম ভুলিয়ে;
বীরসাজ তেঁই আজি, স্বাধীন কেতন রাজি,
পড়ে আছে চুম্বি ধরা লাজে শির লুকায়ে।

"এ সব নিদ্রায় ঘোর আজি হায় যাবেনা,
শৃঙ্গের ঝঙ্কারে আজি ভারত জাগিবেনা;
হৃদয় মলিন অতি, মলিন হৃদয়-ভাতি,
খরতর রণস্রোতে ভাসিবারে চায় না।

"বুঝিলাম আজি হায় মিটিবে না পিপাসা,
না মিটিল আজি মোর রুধিরের লালসা।
রণেরি আরাব ঘোর, মাতা'ল না প্রাণ মোর,
হৃদয়ের আশজ্যোতি ঢাকিল রে তমসা।

"যারা প্রাণ যুড়াইবে তারাই ঘুমায় রে,
তবে আর এ পরাণ কে বল যুড়ায় রে।

কে তবে দুখিনী মায়ে, সমর রুধির দিয়ে,
নিভাইয়ে ঘোর তৃষা মাতে হায় সমরে।

"জীবন রতন ধন, পর করে সঁপিয়ে,
বুঝিলাম নিদ্রাবেশে আছ সবে পড়িয়ে।
পরপদ ধুলি ল'তে, আশ সদা জাগে চিতে,
অধীনতা ভার সবে শিরোপরে বহিয়ে।

"ছি ছি কেন এ বাসনা মনোমাঝে জাগে রে,
অরিপদ রেণু ল'তে, প্রাণ কেন ধায়রে?
সিংহের তনয় হয়ে, মহত্ত্বতা পাশরিয়ে,
ফেরু-দল দাস্যবৃত্তি কে করিতে চায়রে?

"ভুজঙ্গমদল তোরা কিসে হেন হইলি,
অরিপদতলে বল কি করিয়ে নমিলি?
নত করি ঘোর ফণা, কিসে হল এ বাসনা,
নমিতে অরির পদে যাহে হেন হইলি?

"ধীরে ধীরে জ্ঞান আঁখি খোল সবে আজিরে
দেখরে অম্বর পানে দেখ হায় চেয়ে রে।
কত নিশি কতদিন, কালনীরে হল লীন,
অনন্তের তরে/মরি ধীরে ধীরে ধীরেরে।

"তবু এ আশার নেশা আজো তো'রে গেলনা
আজতো' ভারত ভালে সে তপন উদেনা।

ভীষণ তমসা ছায়, আজো নাহি চলে যায়,
কই আজ নাহি গায় সে ভারত ললনা।—

"কামিনী কোমলকরে তেঁই আজ হেথারে,
নাহি ঘোরে তরবারি শণ্ শণ্ স্বরে রে।
বীরশিশু তেঁই আজ, পরিয়ে পবিত্র সাজ,
স্বাধীন সঙ্গীত গেয়ে অরি নাহি নাশে রে।"

"বুঝেছি ডুবেছে সব অতলের অতলে,
ভাসিছে ভারত আজ নয়নের সলিলে।
বীরত্ব-বিভব-লীলা, কৃপাণ কার্ম্মুক খেলা,
চির তরে ডুবে গেছে কালাম্বুধি-সলিলে।"

"এত বলি শিবা সতী নীরবেতে কাঁদিল,
শোকের উচ্ছ্বাস ঘোর হৃদয়েতে ছুটিল।
কতক্ষণ পরে পুনঃ বাজিল সুস্বরে বীণ,
কোকিল গঞ্জিত ধার শব্দবহ মথিল,—

"বুঝেছি এ ঘোর নিদ্রা আজ নাহি ভাঙিবে,
এ আশার ঘোর নেশা আজ নাহি ছুটীবে,
মলিন ভারত তল, আজ হ'বেনা উজ্জ্বল,
স্বাধীন—স্বাধীন ধ্বনি ভারতে না উঠিবে।—

"নিদ্রিত ভারত বাসী তাই বলি সকলে,
মলিন হৃদয় লয়ে ডুবে না রে অতলে।

ভয় কি ভয় কি বল, আবার হৃদয়-বল,
পশিয়ে হৃদয়-মাঝে মাতাবেরে সকলে।
"চিরদিন কারে কভু সমান তো যায় না,
চিরদিন কভু নর সম সুখ লভেনা।
বিজেতা—কেতন চয়, চিরদিন নভ গায়,
বিপুল বিক্রম সহ কভু হায় শোভেনা।

"আজ যে নৃপতি হায় হেমময় ভবনে,
বিলাস লালসে মাতি হরষিত পরাণে,
কাল সে কানন ভূমে, ভিখারীর বেশে ভ্রমে,
এইতো বিধির খেলা হেরিতেছ নয়নে।"

"যাও তবে যাও সবে দূর তুঙ্গ-শেখরে,
যাও যাও সবে মিলে গহনের মাঝারে;
সুনীল পয়োধী জলে, স্বাধীন কেতন তুলে,
বাণিজ্যের তরে সবে যাও যাও যাওরে।"

"পড়িয়ে মোহের কোলে কেন বৃথা ভবনে,
কেন এত মায়া কর দারা সুত স্বজনে?
অরিদল দাস হয়ে, কি হবে ভবনে রয়ে,
অরিপদ-রেণুতে কি পুরাইবে জীবনে?

"মুখে বল' ভালবাসি ভারত জননী রে,
তার সাক্ষী এই কিরে দেখাইছ সবারে?

অরিপদে দাস হয়ে, দাসত্বের ডালি লয়ে,
'ভালবাসা' তরে কিরে এইরূপ ভ্রম রে।"

"ছিছি ছিছি এ বাসনা—দাও সবে ডুবায়ে,
ভারত—হৃদয় ব্যথা বাজে যদি হৃদয়ে,
একতা ডোরেতে বাঁধি, সবে প্রাণে; কার্য্য সাধি,
ঘুচাও ভারত দুখ আঁখিনীর মুছায়ে।"

"বণিকের জাতিপূর্ণ হয় রে যে দেশ রে,
সেই দেশে স্বাধিনতা ঝর্ ঝর্ ঝরে রে!
তাই বলি সবে যাও, দূর সিন্ধু পারে ধাও,
স্বাধীন রতন ধনে ভারত পূরাও রে।"

"তা হলে ভারত ভালে নব জ্যোতি বিকাসি,
উদিবে মিহির পুন তমজাল বিনাশি।
আবার বীরত্ব লীলা, কৃপাণ কার্ম্মুক খেলা,
উদিবে ভারত মাঝে চারু শোভা বিকাসি।"

"জননীর উপদেশ ধরি, সবে হৃদয়ে,
দাসত্বের ডালি ফেলি স্বাধিনতা বহিয়ে,
স্বাধীন জীবন স্রোতে, ভাসারে সবাই চিতে,
আবার ফুটিবে ফুল এ মরুভূ—হৃদয়ে।"

"ভগন হৃদয়ে যাই চলিয়ে আজি ক রে,
হৃদয়ের আশা মোর হৃদয়ে মিশাল রে।

বহু দিন পরে পুন, করিব রে আগমন,
যুড়াস তখন হৃদি—এ ব্যথিত হৃদি রে।"

এত বলি সতী ধীরে ধীরে ধীরে,
সখী দুটী সনে পশিলা অম্বরে ;
নয়নের ধার, ঝর ঝর ঝর,
ধরণি 'পরে পড়িল ঝুরে।

দেখিতে দেখিতে সখি দুটী সনে,
লুকাল ঈশানী অনন্ত বিমানে ;
নীহার আকার, নয়নের ধার,
পড়িল ভুতলে খসিয়ে রে।—

গগন-তমসা গগনে লুকাল
প্রকৃতি হাসনী ফুটিয়ে উঠিল ;
প্রভাত আইল, অরুণ উদিল,
শোভা-লহরি চলিল ছুটে।

সকলি হাসিল সকলি জাগিল,
উজ্বল বরণে, জগত ভাসিল ;
ভারত শুধুই, না জাগিল ওই,
ঘুমেতে ভুমে রহিল লুটে।

সমাপ্ত।